উপাসনা কার ক'রব ?
এক পরমাত্মার ভজন বিনা যে কল্যাণ চায়, সে অতি মূঢ়।
ভগবানের বিরাট রূপ হৃদয়াভ্যন্তরে দেখা যায়, যেটা সাধনগম্য।
পরমাত্মাই সত্য। ওঁ-এর জপ করো।
প্রত্যেক মহাপুরুষের মত একই
অবিনাশী সর্বজ্ঞ পদ প্রাপ্ত করেছি।
আত্মাই সত্য, কঠোর তপস্যা দ্বারা এই জন্মেই জানতে পারা যায়।
আহুর মজ্দা এক ঈশ্বরই সত্য।
এক ওঁকার সদ্‌গুরু প্রসাদি।
এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও সত্য নাই।
এক ঈশ্বরের আশ্রয়, শ্রদ্ধা আর সাধনা।
সত্য বস্তুর তিন কালেও অভাব নাই আর অসত্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই।
পরমাত্মাই সত্য, শাশ্বত, সনাতন। দ্রষ্টব্য এই যে, সে সত্যটা কী ?
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে - গীতা

।। ওঁ নমঃ সদ্‌গুরুদেবায় ।।

উপাসনা কার করবো?

সত্যের অভাব নাই,

তাকে বিনষ্ট করা যেতে পারে না।

দ্রষ্টব্য যে, সে সত্য কি?

লেখক ঃ

পরমপূজ্য শ্রী পরমহংসজী মহারাজের কৃপা-প্রসাদ

স্বামী শ্রী অড়গড়ানন্দজী

শ্রী পরমহংস আশ্রম শক্তেষগড়

গ্রাম-পোস্ট–শক্তেষগড়, জেলা–মির্জাপুর

উত্তর প্রদেশ, ভারত

প্রকাশক–

শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী আশ্রম ট্রাস্ট

মুম্বাই–৪০০ ০৬৯

শাস্ত্র

প্রথমে সকল শাস্ত্র মৌখিক ছিল। শিষ্য-পরম্পরায় কণ্ঠস্থ করানো হতো। আজ থেকে পাঁচ হাজার বর্ষ পূর্ব, বেদব্যাস তাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। চার বেদ, মহাভারত, গীতা ইত্যাদি মহত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের সঙ্কলন তিনিই করেছিলেন। ভৌতিক এবং অধ্যাত্মিক জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেছেন কিন্তু তাকে শাস্ত্র বলেননি। তিনি বেদকে শাস্ত্রের সংজ্ঞা দেন নি কিন্তু গীতার অনুশংসায় তিনি বললেন -

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरै ।
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता ॥

গীতার উত্তম প্রকার ধ্যান করে, হৃদয়ে ধারণ করবার যোগ্য। গীতা ভগবান পদ্মনাভের শ্রীমুখ দ্বারা নিঃসৃত বাণী । তবে অন্য শাস্ত্রের বিষয়ে চিন্তা করবার অথবা তাদের সংগ্রহ করবার কি আবশ্যকতা ? বিশ্বে অন্যত্র কোথাও কিছু যদি পাওয়া যায়, তো সে সব এই গীতা থেকেই প্রাপ্ত করা হয়েছে। **'एक ईश्वर की सन्तान'** এই বিচার গীতা থেকেই নেওয়া হয়েছে। একে উত্তম প্রকার জানবার জন্য দেখুন — **'যথার্থ গীতা'** ।

অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু তথা মুমুক্ষগণ, অর্থ, ধর্ম-স্বর্গোপম সুখ এবং পরমশ্রেয়ের প্রাপ্তির জন্য দেখুন - **'যথার্থ গীতা'** ।

নিবেদক
ভক্তমণ্ডল
শ্রী পরমহংস আশ্রম
শক্তেষগড়, চুনার, মির্জাপুর (উ০ প্র০)

গুরু-বন্দনা

।। ওঁ শ্রী সদ্‌গুরুদেব ভগবানের জয় ।।

জয় সদ্‌গুরুদেবং, পরমানন্দং, অমর শরীরং অবিকারী।
নির্গুণ নির্মূলং, ধরি স্থূলং কাটন শূলং ভবভারী।।

সূরত নিজ সোহং, কলিমল খোহং, জনমন মোহন ছবিভারী।
অমরাপুরবাসী, সবসুখরাশি, সদা একরস নির্বিকারী।।

অনুভব গম্ভীরা, মতি কে ধীরা, অলখ ফকীরা, অবতারী।
যোগী অদ্বৈষ্টা, ত্রিকাল দ্রষ্টা, কেবল পদ আনন্দকারী।।

চিত্রকূটহিঁ আয়ো, অদ্বৈত লখায়ো, অনুসুইয়া আসনমারী।
শ্রী পরমহংস স্বামী, অন্তর্যামী, হ্যাঁয় বড়নামী সংসারী।।

হংসন হিতকারী, জগ পগুধারী, গর্বপ্রহারী উপকারী।
সৎপন্থ চলায়ো, ভরম মিটায়ো, রূপ লখায়ো করতারী।।

ইহ শিষ্য হ্যায় তেরো, করত নিহোরো, মোপর হেরো প্রণধারী।
জয়সদ্‌গুরু . . . . ভবভারী।।

।।ওঁ ।।

"আত্মনে মোক্ষার্থ জগত্ হিতায় চ"
শ্রী শ্রী ১০০৮ শ্রী স্বামী পরমানন্দজী মহারাজ (পরমহংসজী)
জন্ম ঃ শুভ সংবৎ বিক্রম ১৯৬৮ (১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ)
মহাপ্রয়াণ ঃ জ্যৈষ্ঠ শুক্লা সপ্তমী, সংবৎ ২০২৬, তারিখ ২৩/০৫/১৯৬৯
পরমহংস আশ্রম, অনুসুইয়া (চিত্রকূট)

শ্রী স্বামী অড়গড়ানন্দজী
(পরমহংস মহারাজের কৃপাপ্রসাদ)

ইষ্ট কে ? উপাসনা কার করবো ?

(মহাকুম্ভের সুঅবসরে চণ্ডীদ্বীপ হরিদ্বারে তারিখ ১০-০৪-৮৬ - এর জনসভায় স্বামী অড়গড়ানন্দজীর প্রবচন)

বন্ধুগণ !

সাগর মন্থনে নিঃসৃত অমৃত কুম্ভ থেকে কিছু অমৃতের অংশ এই স্থানে গড়িয়ে পড়েছিল, যেটা কুম্ভমেলা আয়োজনের ইতিহাস। এই আয়োজন, এই জন্য হয় যে, সেই অমৃত-তত্ত্বের শোধ করবার বিধি প্রাপ্ত হয়ে যায়। এতটাই নয় যে, মেলায় এলাম, স্নান করলাম, দৃশ্য দেখলাম আর বাড়ী ফিরে গেলাম। এই যে কুম্ভ মেলার আয়োজন করা হয়, মাত্র এতটার জন্য করা হয় যে, ধর্মের বিষয়ে, ইষ্টের বিষয়ে, কল্যাণের রাস্তায় আমাদের যে ভ্রান্তি রয়েছে, সে সকল যাতে সমাপ্ত হয়ে যায়। সম্প্রতি গীতা আর অন্য যোগশাস্ত্রের অনুসারে এক পরমাত্মা আর তার প্রাপ্তির এক নির্ধারিত ক্রিয়ার স্থানে অসংখ্য পূজা-পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। কেহ বলছে যে দেবী-দেবতা ধর্ম, কেহ বলছে তীর্থ ধর্ম, তথা কেহ বর্ণ আর কেহ আশ্রমের মহত্ব দিচ্ছে। অতএব এই প্রশ্ন জটিল হয়েই চলেছে যে, সনাতন ধর্ম কি ? আজকের প্রশ্নও এই রূপই হচ্ছে যে - **ইষ্ট কে ? ভজন কার করবো ?**

এই সংসারে সব থেকে অধিক ধার্মিক, ভজন-চিন্তন করা ব্যক্তি, পূজা-পাঠ করা ব্যক্তি হিন্দুই, কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, ধর্মের প্রতি এতটা আস্থাবান হিন্দু, জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত এটা নিশ্চয় করতে পারেনা যে, আমাদের ইষ্ট কে ? আমরা কার পূজা-উপাসনা করে কল্যাণ প্রাপ্ত করতে পারি ? এর মূলে দেখা যাচ্ছে যে, বহুদেববাদ প্রচারই একনিষ্ঠ হতে, সব থেকে অধিক বাধক সিদ্ধ হচ্ছে। একই পরিবারে দশ সদস্য রয়েছে, তো তাদের সকলের দেবতা ভিন্ন-ভিন্ন। কেহ হনুমানের ভক্ত, তো কেহ শিবের, কেহ দেবীর তো কেহ অন্য দেবতার। নিজের নিজের দেবী-দেবতা নিয়ে, লোকজনদের একে অন্যের সহিত ঝগড়াও করতে দেখা যায়। কাহারও একথা জানা নাই যে, শাশ্বত কে ? কার উপাসনা দ্বারা শাশ্বত ধাম প্রাপ্ত হবে? অনেক দেবী-দেবতা আমাদের মনে এই প্রকার ঘর করে বসেছে যে, শেষ সময় পর্যন্ত আমাদের কারো উপর বিশ্বাসই হয় না। মৃত্যুর সময় যখন ছেলেরা আশেপাশে দাঁড়িয়ে বলে যে, ঠাকুরদাদা, এখন সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করে ভগবানের নাম স্মরণ করুন, তো দাদা এক নিঃশ্বাসে বলে চলেন - হে হনুমানজী, হে দুর্গাজী, হে শীতলা

মা, হে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, হে মৈহর মাতা, হে তারেকেশ্বর বাবা, হে শঙ্কর ভগবান অর্থাৎ প্রায়ঃ পঁচিশ-তিরিশ নামের এক সাথে স্মরণ করতে লাগেন। এই প্রকার ভ্রান্তি শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়। তবে বলুন - **'एक मन्दिर दस देवता क्यों कर बसे बजार।'** হৃদয় একটা মন্দির, যেখানে এক পরমাত্মাকে স্থান দেওয়া যেতে পারে, তার মধ্যে অনেক দেবী দেবতাকে স্থান দেওয়া যেতে পারে না। **'दुविधा में दोऊ गये, माया मिली न राम।'** অতএব, হৃদয় অভ্যন্তরে কোন এককে বসানোই উচিত হবে।

আসুন দেখা যাক যে এই সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব মহাপুরুষগণ কি বলেছেন ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাকে ইষ্ট বলেছেন ? ভগবান রাম কার ভজন করতে বলেছেন ? ভগবান শিব কার স্মরণ করবার নির্দেশ দিয়েছেন ? এই অপ্তপুরুষগণ স্বয়ং কার চিন্তন করেছেন ? কেবল এই কথাটা যদি আপনি ঠিক-ঠিক ভাবে মেনে নেন, তা হলে বর্তমানে তো সন্দেহ থাকবেই না, ভবিষ্যতেও কোন সন্দেহ হবে না। দুঃখের কথা এই যে, আমরা এর উপর বিচারই করি না। যদি কদাচিৎ বিচার করা হয়, তা হলে আমরা এতটা ভয়ে কাতর যে, এই বিষয়ে নিজের নির্ণয় পরিবর্তন করতে পারি না। ভয় পাই যে, ত্যাগ করলে পরে দেবতা হয়তো রুষ্ট হয়ে যাবেন, দুঃখ-কষ্টও দিতে পারেন।

দেখুন, এই বিষয়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিজের স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন —

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्।
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः।। (গীতা-8/15)

অর্জুন ! আমাকে প্রাপ্ত করে পুরুষ ক্ষণভঙ্গুর দুঃখের ভাণ্ডার - পুনর্জন্ম প্রাপ্ত করে না বরং সেই পুরুষ আমাকে প্রাপ্ত করে। যাহা পুনর্জন্মের সৃষ্টি করে, তাহা দুঃখের ভান্ডার। কেবল আমাকে প্রাপ্ত হলে, তার পুনর্জন্ম হয় না কিন্তু **'स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्'** সে শাশ্বত, সর্বদা স্থির থাকা স্থান, পরমধ্যম প্রাপ্ত করে নেয়। এবার দেখা যাক যে, পুনর্জন্মের পরিধিতে কে-কে আসে ?

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।। (গীতা-8/16)

অর্জুন ! ব্রহ্মা থেকে নিয়ে চোদ্দ ভুবন চরাচর জগৎ পুনরাবর্তী স্বভাবযুক্ত, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত করে সে পুরুষ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত না করে শাশ্বত ধাম প্রাপ্ত করে নেয়। স্পষ্ট

হলো যে, ব্রহ্মা আর তাঁর দ্বারা সৃজিত সম্পূর্ণ সৃষ্টি মরণশীল। এর ভিতরে দেবতা, পিতৃ, দানব, ঋষি, সূর্য, চন্দ্র সকলেই সমাহিত। মানব জীবনের পরম লক্ষ্য, অমরত্ব প্রাপ্তি। শ্রীকৃষ্ণের মতে এই লক্ষ্যের প্রাপ্তি একমাত্র মরমাত্মার চিন্তার দ্বারাই সম্ভব। উদাহগরণ স্বরূপ - আপনাকে সমুদ্র পার যেতে হবে। আপনি যদি কোন কাগজের বান্ডেলের সহায়তা নেন, কিছু দুর যাওয়ার পর তা শেষ হয়ে যাবে আর আপনিও ডুবে যাবেন। এই ভাবেই অন্য কোনও উপায়, যা স্বয়ং ডুবে যায়, শক্তিহীন, তার সহায়তা নিয়ে পরপার যাওয়ার আশা, দুরাশা মাত্র। যে স্বয়ং মরণশীল, নশ্বর, সে আপনাকে শাশ্বত ধাম প্রদান করতে সমর্থ নয়, অমরত্ব দিতে পারে না। হ্যাঁ, মৃত্যু অবশ্য দিতে পারে। অতএব এক পরমাত্মার চিন্তা করাই গীতার উপদেশ।

গীতার মতে দেবতা যদি অশাশ্বত এবং দুঃখের ভাণ্ডার, তবে তাদের পূজা কেন হয় ? এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন (অঃ 7/20-21) অর্জুন ! যাদের বুদ্ধি , কামনাদ্বারা আক্রান্ত, এইরূপ মুঢ়বুদ্ধিযুক্ত লোকেরাই অন্য দেবতার পূজা করে। যেখানে দেবতা নামের কোন অন্য সক্ষম সত্তা নাই। কিন্তু যেখানে জলে, পাথরে, বৃক্ষে লোকেদের শ্রদ্ধা আছে সেখানে আমিই স্বয়ং দাঁড়িয়ে তাদের পুষ্ট করি। ফলেরও ব্যবস্থা করি অর্থাৎ পূজা করলে ফলও পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল ভোগ করবার পর নষ্ট হয়ে যায়। রাত দিন কঠোর শ্রম তো করলো, কিন্তু যে ফল পাওয়া গেল, সে সকল নষ্ট হয়ে গেল। সম্পূর্ণ পরিশ্রম ব্যর্থ গেল।

নষ্ট হয়ে গেলেও কিছুকালের জন্য তো পাওয়া গেল। ফল প্রাপ্তিও হলো। তবে ক্ষতি কি ? এর উপর অধ্যায় 9/23-এ বললেন যে, দেবতাগণের পূজা করা, আমারই পূজা করা হয় কিন্তু সেই পূজা হয় অবিধিপূর্বক, এই জন্য নষ্ট হয়ে যায়। সব কিছু ত্যাগ করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আপনারা পূজায় শ্রম দিলেন আর পরিণাম এই হলো যে, সে সব নষ্ট হয়ে গেল। কেননা, সে পূজা হয় অবিধিপূর্বক। তবে, যখন শ্রম করতেই হয়, বিধিপূর্বকই করা যাক। যদি রাস্তা চলতেই হয়, তবে সঠিক রাস্তায় চলা যাক।

যদি সেই দেব-পূজা বিধিপূর্বক না হয়, তবে বিধিটা কি ? এর উপরে (অঃ 18/46) শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অর্জুন ! নিজের-নিজের স্বভাবে প্রাপ্ত ক্ষমতানুযায়ী নিয়ত-কর্মে প্রবৃত্ত পুরুষ (মনুষ্য) যে প্রকারে ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ পরমসিদ্ধি লাভ করে, সেই বিধি, তুমি আমার থেকে শোনো। যে পরমাত্মা থেকে সম্পূর্ণ ভূতপ্রাণীর উৎপত্তি

হয়েছে, যে পরমাত্মা সম্পূর্ণ জগৎ ব্যপ্ত, সেই পরমেশ্বরকে নিজের স্বভাব-উৎপন্ন ক্ষমতা দ্বারা উত্তম প্রকার অর্চনায় সন্তুষ্ট করে মনুষ্য পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত করে নেয়। অতএব, এক পরমাত্মার পূজাই বিধি। এই পূজাও, চিন্তনের এক নির্ধারিত ক্রিয়া। যাতে শ্বাসের যজন, ইন্দ্রিয়ের সংযম, যজ্ঞস্বরূপ মহাপুরুষের ধ্যান ইত্যাদি ক্রিয়ার সমাবেশ রয়েছে, যার চর্চা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্থ অধ্যায়ের যজ্ঞ প্রকরণে তথা সম্পূর্ণ গীতায় স্থানে-স্থানে করেছেন । আপনারা একে 'সনাতন' শীর্ষক ব্যাখ্যানে বিস্তারিত ভাবে জানতে পারবেন। আবশ্যকতা পড়লে পুনঃ জিজ্ঞাসাও করা যেতে পারে।

অধিক নয়, কেবল এক পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা আর সেই পরমাত্মার কোন নাম 'ওঁ' অথবা 'রাম' -এর যদি আপনি জপ করেন, তো (ধর্মকে না জেনেও) আপনি শুদ্ধ ধার্মিক, সম্পূর্ণ ক্রিয়া না জেনেও আপনি ক্রিয়াবান। এর ফল নষ্ট হবে না, আর আপনিও নষ্ট হবেন না।

সম্পূর্ণ গীতায় যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কোথাও দেবী-দেবতার সমর্থন করেন নাই। অঃ 9/20-21-এ তিনি বলেন যে, কিছু লোকের আমার পূজা ক'রে, স্বর্গের কামনা করে, আমি তাদের বিশাল স্বর্গলোকের ভোগ প্রদান করি কিন্তু সেই সকল পূণ্য **'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।'** ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার পর তারা সেই স্বর্গ থেকে পতিত হয়ে যায়। কিন্তু পতিত হয়ে যাওয়ার পরও তাদের বিনাশ হয় না, কেননা তারা বিহিত কর্ম দ্বারা চলে, যা সঠিক বিধি। অর্জুন ! এই বিহিত কর্মে আরম্ভের বিনাশ হয় না। চলতে-চলতে সাধকের যদি কোন ইচ্ছাও হয়, ভগবান তার পুর্তি করবেন। সেই বস্তু শাশ্বতই বা ছিল কবে ? এই জন্য বস্তু তো উপভোগ করা হয়, কিন্তু সেই ভক্তের বিনাশ হয় না, কেননা, সে বিধিপূর্বক কর্ম করা ব্যাক্তি । বস্তুতঃ ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মলোক, দেবলোক, পশু-কীট-পতঙ্গাদি লোক সকলই ভোগযোনি। কেবল মনুষ্যই কর্মের রচয়িতা। যার দ্বারা সে পরমাত্মা পর্যন্ত প্রাপ্ত করে নিতে পারে। অবর্গেরও অধিকারী হতে পারে। শরীর ধারণের ব্যাপারে আপনি দেবগণ থেকেও ভাগ্যশালী এবং শ্রেষ্ঠ, কেননা এই শরীর, সুর দুর্লভ কিন্তু আপনি তা লাভ করেছেন। আপনি সেই দেবতাগণ থেকে কি আশা করেন ? আপনি যদি দেবতা হয়ে যান, ব্রহ্মার স্থিতিও প্রাপ্ত করে নেন, কিন্তু পুনর্জন্মের শৃঙ্খলা, ততক্ষণ ভঙ্গ হবে না যতক্ষণ, মনের নিরোধ আর বিলয়ের সাথে, পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করে, সেই পরম স্থিতিতে স্থিত না হয়ে যান। তার বিধি গীতোক্ত বিহিত কর্ম, তাকে উপাসনা করবার নিশ্চিত ক্রিয়া।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়ের শেষে ভগবান বললেন - 'অর্জুন ! তুমি শাস্ত্রদ্বারা নির্ধারিত কর্ম করো। কোন্ সে শাস্ত্র ? অন্যত্র কোথাও খোঁজবার আবশ্যকতা নাই, '**কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ**' অন্য শাস্ত্রের ঝঞ্ঝাটে পড়বার কি প্রয়োজন ? ভগবান স্বয়ং বললেন, '**ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।**'(অঃ 15/20) অর্জুন ! এটা গোপনীয় থেকেও অতি গোপনীয় শাস্ত্র, আমি তোমার জন্য বলছি। এর পরের শ্লোকে বললেন যে, তোমার কর্তব্য আর অকর্তব্যের ব্যবস্থায় শাস্ত্রই প্রমাণ, এইজন্য তুমি শাস্ত্র দ্বারা নিয়ত কর্ম করো। যে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছানুসার কর্ম করে, তার জন্য সুখ, পরম গতি, লোক অথবা পরলোক কিছুই নেই। অতএব, আপনারা সকলে গীতা শাস্ত্র দ্বারা নিয়ত কর্ম করুন। ভূত-প্রেতের পূজা করে নিজের ইহলোক আর পরলোক নষ্ট করবেন না।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উপর্যুক্ত নির্দেশের উপর অর্জুন জানতে চাইল যে, যাঁরা শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে, কিন্তু শ্রদ্ধাপূর্বক উপাসনা করেন, তাঁদের কি গতি হয় ? শ্রী ভগবান বললেন - অর্জুন ! এই পুরুষ শ্রদ্ধাময় । কোথাও না কোথাও এর শ্রদ্ধা অবশ্য রয়েছে। শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে উপাসনা করা ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা তিন প্রকারের হয় - সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগণ দেবতার, রাজসিক শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি যক্ষ-রাক্ষসের, আর তামসিক শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি ভূত-প্রেতের পূজা করে। এই তিন বর্গের ব্যক্তিগণ কেবল পূজাই করে না, কঠোর পরিশ্রমও করে, ঘোর তপস্যাও করে, কিন্তু অর্জুন ! এই তিন প্রকারের শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগণ শরীর রূপে স্থিত ভূত সমুদায়কে আর অন্তকরণে স্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মাকে (আমাকে) কৃশ করে, কষ্ট দেয়, আমার থেকে দুরত্বই বৃদ্ধি করে নেয়, তারা উপাসনা করে না। অর্জুন ! এই সকলকে তুমি অসুর জেনে নাও অর্থাৎ দেবী-দেবতাগণের পূজা করা ব্যক্তিগণও অসুর নামেই অভিহিত হলো।

অসুরের অর্থ - দুই সিংযুক্ত, বড় বড় দাঁতযুক্ত কোন বিচিত্র জীব কী ? না, পরমদেব পরমাত্মার দেবত্ব থেকে যারা বঞ্চিত থাকে, তারাই অসুর। শ্রীকৃষ্ণের মতে জগতে মনুষ্য দুই প্রকারের - এক তো দেবতার মতো, অন্য অসুরের মতো। দৈবিক সম্পন্ন নামক গুণ ধারণকর্তা দেবতার মতো আর আসুরিক সম্পদ বাহুল্য দুর্গুণ ধারণ করা পুরুষ নামে অভিহিত। আপনার এক নিজের ভাই দেবতা আর অন্য নিজেরই ভাই অসুর হতে পারে। অতএব যোগেশ্বর বললেন যে, এই সকলকেই তুমি অসুর জেনে রেখো। এর থেকে অধিক আর কে কি বলবে ?

বন্ধুগণ ! আপনারা এতোটা পরিশ্রম করলেন, শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে ভীষণ তপস্যাও করলেন, কিন্তু পরিণামে সেই পরমদেবের দেবত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন, 'অসুরজান' অর্থাৎ অসুর হয়ে গেলেন। যে আত্মাকে যে পরমাত্মাকে প্রসন্ন করবার ছিল সে আরও দুর্বল আর দুর হয়ে গেল।

যখন পরিশ্রম করতেই হয় তবে এমন উপায়ে করুন, যাতে সেই পরমাত্মা আপনার অনুকুল হয়, প্রতিকুল নয়। শাস্ত্রবিধি দ্বারা নিশ্চি ত করা কর্ম করা যাক না ? অতএব, যার এই সকলই অংশমাত্র, সেই মূল এক পরমাত্মার উপাসন করুন। এরই উপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বার-বার জোর দিয়েছেন। এক পরমাত্মার চিন্তন গীতার মূল অপদেশ।

এবার দেখুন, এই চিন্তনের অধিকারী কে ? 'আমি তো বড়ই পাপী, অর্জুনের মত আমার ভাগ্য কোথায়? কখনও এইরূপ ধারণা যেন মনে ধারণ করে না বসেন, আপনি যেন হতাশ হয়ে বসে না যান। এই জন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন - অর্জুন !

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्।
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः।। (গীতা-9/30)

অত্যন্ত দুরাচারীও যদি অনন্য অর্থাৎ অন্য নয়, আমাকে ছেড়ে অন্য কোন দেবতার উপাসনা না করে, কেবল আমারই উপাসনা করে, সে সাধু হওয়ার যোগ্য, কেননা সে যথার্থ নিশ্চ য় দ্বারা কর্মে লেগে গেছে। **'क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति।'** এই প্রকার কর্মে প্রবৃত্ত হলে, সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায়। পরমধর্ম পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত অন্তঃকরণযুক্ত হয়ে যায় আর সর্বদা স্থির শাশ্বত শান্তি প্রাপ্ত করে নেয়।

অতএব, আপনি অত্যন্ত দুরাচারী অথবা দুরাচারীগণের সরদারই কেন না হন, (অন্য অনেক দুরাচারের যোজনা কেন না তৈয়ার করতে থাকুন) যদি এক পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা আর সেই পরমাত্মা প্রাপ্তির ক্রিয়া (যজ্ঞের প্রক্রিয়া) নিয়ত কর্মে শ্রদ্ধার সহিত লেগে যান, তবে আপনি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যাবেন। **'कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति।'** - অর্জুন ! তুমি নিশ্চয়পূর্বক জেনে নাও যে, আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না। অতএব অন্য কারোর উপাসনা করবার বিধান নাই।

ঠিক আছে, এক পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা স্থির হয়ে গেল, ধর্মাচরণের জন্য তৈয়ারও হয়ে গেল কিন্তু সেই এক পরমাত্মাকে খোঁজা কোথায় যায় ? তীর্থে? মন্দিরে ? উপাসনা যে করা হবে, তা কোথায় করা যাবে ? এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাদশ অধ্যায়ের একষট্টিতম শ্লোকে বললেন -

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।। (গীতা-18/61)

অর্জুন ! সেই ঈশ্বর সম্পূর্ণ ভূত-প্রাণীগণের হৃদয়স্থলে বাস করে। যখন এতটা নিকটে, তবে দেখা যায় না কেন ? তখন বললেন যে, মায়ারূপ যন্ত্রে আরূঢ় হয়ে সকল লোকজন ভ্রমবশ এদিক-সেদিক বিচরণ করে, এইজন্য দেখতে পারে না। তবে কি করা যাবে ? কার আশ্রয় যাওয়া যায় ?

গীতার 8/62 শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন - **'तमेव शरणं गच्छ'** অর্জুন! সেই হৃদয়াভন্তরে স্থিত ঈশ্বরের শরণে যাও। **'सर्वभावेन'** সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাভাব নিয়ে যাও। এইরূপ নয় যে, অর্ধেক ভাব দুর্গাদেবীতে, বাকী অর্ধেক কার্তিক-গণেশ। সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে সমর্পিত হয়ে যাও। এর দ্বারা লাভ ? তখন বললেন - **'तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्।'**-তার কৃপা প্রসাদ দ্বারা তুমি পরমশান্তি প্রাপ্ত করে নেবে। সেই স্থান প্রাপ্ত করে নেবে, যেটা শাশ্বত এবং সর্বদার জন্যই। অতএব, পরমাত্মার খোঁজার স্থান হৃদয়স্থল। বাইরে কোথাও নয়।

কিন্তু সমস্যা তো এইটা যে, সেই হৃদয়স্থ ঈশ্বর আরম্ভে দেখা যায় না। হৃদয়স্থিত ঈশ্বরের আশ্রমে যদি যাবে তো, সে কি ভাবে যাবে ? তবে শ্রীকৃষ্ণ এর পরের শ্লোকে বললেন - অর্জুন ! গোপনীয় থেকে অতি গোপনীয় একটি কথা শোনো। তবে যে গোপনীয় কথাটা কি ?

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे।। (গীতা-18/65)

অর্জুন ! তুমি আমাতে অনন্য মনযুক্ত হও, আমার অনন্য ভক্ত হও, আমার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হও। আমাকে প্রণাম করো। আমার দ্বারা নির্দিষ্ট কর্ম করো। এই রূপ করলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত করবে।

প্রথমে বলেছিলেন, তত্ত্বদর্শীয় আশ্রয় যাও। একটু আগে বললেন, ঈশ্বর হৃদয়াভন্তরে স্থিত, তার আশ্রয়ে যাও, শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত করবে। আর এখন বলছেন,

আমার আশ্রয়ে এসো। বাস্তবিক পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আর ভগবান একে অন্যের পুরক। শাশ্বত ধাম প্রাপ্ত করা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত করা আর সদ্‌গুরু, যে পরমাত্মভাবে স্থিত তাঁকে প্রাপ্ত করা একই কথা। এই জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিতান্ত আবশ্যক। সদ্‌গুরুই ভগবানের ধামে প্রবেশ করবার একমাত্র চাবি। ভগবান রয়েছেন, কিন্তু সদ্‌গুরুর অভাবে, তিনি আমাদের দর্শন আর নাগালের বাইরে। শ্রীকৃষ্ণ একজন যোগেশ্বর ছিলেন, সদ্‌গুরু ছিলেন। এই কথা খুব সহজেই, বুদ্ধিতে খেলে না, এই জন্য যোগেশ্বর পুনঃ বললেন -

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ (গীতা-18/66)

অর্জুন ! সম্পূর্ণ ধর্ম পরিত্যাগ করে, একমাত্র আমার শরণ প্রাপ্ত কর। আমি তোমাকে সম্পূর্ণ পাপ থেকে মুক্ত করে দেবো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, তুমি নিশ্চয়ই আমার স্বরূপ প্রাপ্ত করে নেবে। তুমি শোক করো না।

প্রত্যেক মহাপুরুষ এই-ই বলেছেন। ভগবান রাম বলেছেন - **'भगति मोरि'** এই-ই ভাবে বুদ্ধ বললেন - **'बुद्धं शरणं गच्छामि'**। ভগবান মহাবীর বললেন, **'सम्यक् दर्शन ज्ञान चरित्राणि'** তীর্থঙ্করগণের দর্শন, তাঁদের দেওয়া জ্ঞান আর তাঁদের মত চরিত্র নির্মাণ মোক্ষের উপায়। শিখ ধর্মে গুরু নানক বললেন - **'वाहे गुरु'** । মহম্মদ সাহেব আল্লার রসুল হচ্ছেন। যীশুখৃষ্ট বলেছেন, **''संसार के भार से दबे लोगो! मेरे पास आओ। मैं तुम्हें विश्राम दूँगा'**। পুজ্য মহারাজজী বলতেন - **''हो! हम भगवान के दूत हैं। हमसे मिले बिना कोई भगवान से नहीं मिल सकता''।** সকলেই তো আপনাকে ডাকছেন। কার কার কাছে যাবেন আপনি ? মহাপুরুষদের এই সকল কথার অর্থমাত্র এই যে, নিজের সমকালীন কোন তত্ত্বদর্শীর শরণ গ্রহণ করুন।

অতএব, এক পরমাত্মার প্রতি সমর্পণ আর সেই পরমাত্মা-প্রাপ্ত কোন মহাপুরুষ, তাঁর সান্নিধ্য, সেবা তথা সেই পরমাত্মার পরিচায়ক দু-আড়াই অক্ষরের নাম বেছে নিন - 'রাম' অথবা 'ওঁ' যেটা অভিমত হয় ক্ষণে 'রাম', ক্ষণে 'ওঁ' এইরূপ বদলা-বদলি নয়, কোনও একটা নাম নিশ্চিতকরে নিন, সকলের অর্থ একই পরিণামও এক - ব্যস, এতটাই আপনাকে করতে হবে। যখন নামের সূক্ষ্ম স্তরে পৌঁছে যাবেন, তখন এই ছোট্ট নামই শ্বাসে সমাহিত দেখা যাবে।

শ্রী রামচরিত মানস-অনুসার ইষ্ট কে ?

এবার আসুন, শ্রী রামচরিত মানসের আলোকে বিচার করা যাক যে ইষ্ট কে ? উপাসনা কার করা উচিত ? 'মানস' যাঁর হৃদয় থেকে উদ্ভুত সেই ভগবান শঙ্করের নির্ণয় -

धर्म परायन सोइ कुल त्राता। राम चरन जा कर मन राता।।
नीति निपुन सोई परम सयाना। श्रुति सिद्धान्त नीक तेहिं जाना।।
सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत।
श्री रघुबीर परायन, जेहिं नर उपज बिनीत।। (उत्तरकाण्ड-116)

সেই-ই নীতি নিপুণ, সেই-ই বিদ্বান, বেদসমূহের সারতত্ত্ব সেই উত্তম প্রকারে জেনে নিয়েছে, সেই-ই কুলীন, যার মন একমাত্র রামের চরণে অনুরক্ত।

সম্পূর্ণ রামায়ণে আরম্ভ থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত, একই কথা বার বার পুষ্ট করা হয়েছে যে, উপাসনা আমরা কার করবো ? বনবাস কালের প্রসঙ্গ - ভগবান রাম শৃঙ্গবের পুরে শয়ন করছিলেন। কুশ আর কিশলয়ের কোমল বিছানার উপর তাঁকে শোয়া দেখে, নিষাদরাজ গুহের মহান কষ্ট উৎপন্ন হলো। তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট লক্ষ্মণকে বললেন - "কৈকেয়ী ভীষণ কুটিল ছিল, রঘুনন্দন রাম ও জানকীকে সুখের সময় মহান দুঃখ প্রদান করলো ।" লক্ষ্মণ বললো - একথা ঠিক নয় -

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता। निजकृत करम भोग सब भ्राता।।
जोग बियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा।।
धरनि धामु धन पुर परिवारू। सरगु नरकु जहँ लगि व्यवहारू।।
देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं। मोह मूल परमारथु नाहीं।।

ধরণি-ধাম-ধন-পুর-পরিবার, জন্ম মৃত্যু, সম্পত্তি-বিপত্তি, স্বর্গ-নরক -এদের বিষয়ে বলা শুনা-গুণা মোহের মূল কারণ। লোকেরা স্বর্গের কামনা করে, তবে সেটাও মোহের মূল । পরমার্থের সেখানে প্রশ্নই ওঠে না । তবে পরমার্থটা কি ? পরমার্থ কেবল এক, পরমপুরুষ পরমাত্মার চিন্তন-ধ্যান -

सखा परम परमारथु एहू। मन क्रम बचन राम पद नेहू।।

এই প্রকরণে বলা হয়েছে যে, স্বর্গ আর নরক পর্যন্তের ব্যবহার মোহের মূল উদ্‌গম । আর আপনি স্বর্গের অধিকারী সেই দেবতাগণের পূজা করে মোহমুক্ত হতে চাইছেন ? কতটা বিসংগতি বুঝে দেখুন ?

(ক)

हम देवता परम अधिकारी। विषय वस्य प्रभु भगति बिसारी।।

আমরা দেবতাগণ পরম অধিকারী ছিলাম, কিন্তু বিষয়ের বশে হয়ে, আপনার ভক্তি ভুলে গিয়েছি। **'विषय वस्य सुर नर मुनि स्वामी'** সুর, নর ও মুনি - এঁরা সকলেই বিষয়ের বশে রয়েছেন । যদি আপনি তাঁদের সেবা করেন, তবে বিষয়েরই সেবা করছেন।

(খ)

बिधि प्रपंचु गुन अवगुन साना।
दानव देव ऊँच अरु नीचू। अमिय सुजीवन माहुरु मीचू।।
सरग नरक अनुराग बिरागा। निगमागम गुन दोष बिभागा।।

অর্থাৎ বিধাতার প্রপঞ্চ গুণ আর অবগুণের দ্বারাই মিশ্রিত । প্রপঞ্চটা কি ? পাপ আর পুণ্য, সুজাতি আর কুজাতি, সুন্দর জীবন অমৃত আর বিষময় জীবন মৃত্যু, স্বর্গ আর নরক - এই সকলই বিধাতার প্রপঞ্চ। স্বর্গ আর স্বর্গের দেবতাও প্রপঞ্চ। শাস্ত্রসমূহে আত্মকাম মহাপুরুষগণ এরই বিভাজন করেছিলেন। যদি আপনি দেবতাগণের পূজা করেন, তবে প্রপঞ্চেরই পূজা করছেন। এটা এই সংসারের গুণ-দোষের বর্ণনা। সংসার থেকে ভিন্ন না কোন দেবতা রয়েছে আর না কোন স্বর্গই।

(গ)

গরুড়ের মোহ হয়ে গিয়েছিল। তিনি ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা মনে-মনে বিচার করলেন যে, গরুড়কে আমি সৃষ্টি করেছি। ভগবানের মায়া যখন আমাকে পর্যন্ত অনেক বার নাচিয়েছে, তখন পক্ষীরাজের মোহ হওয়া কোন আশ্চর্যের কথা নয় - **'बिपुल बार जेहिं मोहि नचावा'** দেবপতাগণের পিতামহ ব্রহ্মাই যখন নাচছেন, তবে কি দেবতাগণ আপনাকে মায়া থেকে বাঁচিয়ে নেবেন ?

सोई प्रभु भ्रू बिलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा।।

সেই মায়া ভগবানের সঙ্কেত মাত্র দ্বারা নটের (নর্তকের) মত নাচে। মায়ার বিবশ হওয়া নৃত্যকর্তার আপনি পূজা করছেন ? যদি পূজা করবারই হয় তবে তাঁর পূজা করুন যাঁর সঙ্কেতে স্বয়ং মায়াই নাচে। গরুড় বললেন - 'সেই মায়া রঘুবীরের

দাসী আর সে রামের কৃপা বিনা তার জাল থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। এটা আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলছি।' অতএব সেই এক পরমাত্মার উপাসনা করুন। যার জন্য মানসে বারবার সঙ্কেত করা হয়েছে।

(ঘ)

अग जग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जग काल कलेवा।।

দেবতা মনুষ্যাদি চরাচর জগৎ মহাকালের জলপানসামগ্রী। দেবতাগণও মহাকালের জলপানের সামগ্রী। আপনি এই সামান্য জলপানের বস্তুর পূজা কেন করেন ?

'भजसि न मन तेहिं राम कहँ, काल जासु को दण्ड।'

'भुवनेश्वर कालहु कर काला' – কালেরও কাল, জগতের স্বামী ভগবান্ রামের উপাসনা কেন না করেন ? যে স্বয়ং মরণশীল, সে আপনাকে মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে পারে, মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে সক্ষম নয় ।

(ঙ)

দেবতাগণ আপনার মনোগত ভাবও জানতে সক্ষম নয়। দেবর্ষি নারদ হিমালয়ের গুহায় তপস্যারত ছিলেন। দেবতাদের রাজ্য ইন্দ্র ভাবলেন যে, নারদ তপস্যা করে তাঁর পদ (ইন্দ্রপদ) নিতে চাইছেন । দেবতাগণের রাজার এতটাও জ্ঞান-বুদ্ধি নাই যে, নারদ কি জন্য তপস্যা করছেন ? তারা আপনার মনোকামনা কি ভাবে পূর্ণ করবে ?

(চ)

ভগবৎ-পথে যদি কোন বাধ্য বিঘ্ন রয়েছে, তবে সে হলো একমাত্র দেবতা। কেবল নারদই নয়, যেই ব্যক্তি তপস্যায় অগ্রসর হয়েছে, দেবতাগণ তাকে পতিত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। সামান্য মানবকেও তারা এই পথে অগ্রসর হতে দেয় না।

इन्द्रीं द्वार झरोखा नाना। तहँ तहँ सुर बैठे करि थाना।।
आवत देखहिं बिषय बयारी। ते हठि देहिं कपाट उघारी।।

ইন্দ্রিয় সমূহের দরজা, হৃদয়রূপী ঘরের অনেক জানালা। প্রত্যেক বাতায়নে দেবতা আড্ডা জমিয়ে বসে আছে। যখনই তারা বিষয়রূপী হাওয়াকে আসতে দেখে, তখনই তারা জোরপূর্বক দরজা খুলে দেয়। সেই ব্যক্তি বিষয়ে ফেঁসে যায়। ইন্দ্রিয়

এবং তাদের দেবতাগণের জ্ঞান ভাল লাগেনা। এদেরই সাথে তো আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে। এ সকলই বিকার, অবরোধ। যদি এদের পূজা করেন, তবে আপনি বিকারেরই পূজা করছেন, অবরোধেরই পূজা করছেন ।এই অবরোধ সমূহের সহিত যুদ্ধ করা উচিত নয় কি ?

बिषय करन सुर जीव समेता। सकल एक ते एक सचेता॥
सबकर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई॥

বিষয়, ইন্দ্রিয়সকল, তাদের দেবতা আর জীবাত্মা - এরা সকল (আরোহীক্রমে) একে অপরের সহায়তায় ক্রিয়াশীল হয় আর এদের উপর যে পরম প্রকাশক রয়েছেন, তিনিই অনাদি অবধপতি রাম । দেবতাগণও যাঁর প্রকাশ নিয়ে প্রকাশিত হয়। সেই মূল পরমাত্মার আপনি ধ্যান-চিন্তন করুন।

(ছ)

দেবতা ত্রিকালজ্ঞও নয়। রাম-রাবণের যুদ্ধের সন্দর্ভ - ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছিল, রাবণের মৃত্যু সন্নিকট ছিল। দেবতাগণও এই যুদ্ধ দেখছিলেন, তাঁরা কারো পক্ষ নিচ্ছিলেন না। তাঁরা **'बिकल बोलहि जय जये'** 'জয় হোক, জয় হোক' এইরূপ ধ্বনি করছিলেন ।না জানি কার জয় হবে ? 'রামের জয়' এইরূপ বলাতে বিপদ ছিল। রামের বিজয় নিশ্চিতপ্রায় হয়ে যাওয়ার পরই, যুদ্ধের শেষ দিনে, দেবরাজ ইন্দ্র নিজের রথ সহায়তার্থ পাঠালেন আর রাবণের মৃত্যুর সাথে-সাথে **'সদা স্বার্থী'** দেবতাগণ পৌঁছে গেলেন, তাঁদের পিতামহ ব্রহ্মা পর্যন্ত্য চলে এলেন এবং বলতে লাগলেন -

कृतकृत्य विभो सब बानर ए। निरखंति तवानन सादर ए॥
धिग जीवन देव सरीर हरे। तव भक्ति बिना भव भूलि परे॥

প্রভো ! এই সব বানর সৌভাগ্যশালী, যারা আপনার মুখারবিন্দের দর্শন করছে। আমাদের দেবতাগণের শরীরকে ধিক্কার, যারা আপনার ভক্তি বিনা সংসারে ভ্রমিত পড়ে রয়েছে। যারা স্বয়ং রাস্তা ভুলে গেছে, তারা কিভাবে আপনাকে রাস্তা দেখাবে ? দেবতাগণ বলল -

भव प्रवाह संतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे॥

যারা স্বয়ং চলেছে তারা আপনাকে কিভাবে পার করবে ? (তারা যদি জানতোই তো, নিজেরাই কি পার হয়ে যেতো না) যারা স্বয়ং ভব-প্রবাহ থেকে বাঁচাবার জন্য ত্রাহি-ত্রাহি করছে যে, আমাদের পার করে দাও, তারা আপনাদের কি ভাবে পার করবে ? তারা আপনাদের উপর চড়ে বসবে আর কদাচিৎ পারও হয়ে যাবে, কিন্তু আপনারা কোন্ ঘাটে পৌঁছবেন ? অতএব দেবতাগণও যাঁর আশ্রয় চাইছেন, আপনারা সোজা সেই ভগবানের শরণে যান। যে দেবতাগণ স্বয়ং বিপদে পড়ে আছেন, তাঁরা আপনাদের কি সহায়তা করবেন ?

(জ)

গোস্বামী তুলসীদাসজী দেবতাগণের সমর্থন কোথাও করেন নি। **'মায়া বিবশ বিচারে'** (বিনয় পত্রিকা) তারা মায়ার দ্বারা বিবশ, বেচারা, এদের নিকট কোন চারা (উপায়) নাই তবে আপনারা তাদের নিকট কেন যান ? দেবতা আপনাদের ইষ্ট নয়।

(ঝ)

দেবতাগণের পরাক্রম কতটা ? গোস্বামীজী 'মানসে' স্থানে-স্থানে চিত্রিত করেছেন -

रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तकेउ मेरु गिरि खोहा।।

ক্রোধিত রাবণ আসছে মাত্র শুনেই, যুদ্ধ করা তো দুরে থাক, কেবল শুনলো যে ক্রোধিত রাবণ আসছে **'देवन्ह तकेउ मेरु गिरि खोहा'**- দেবতাগণ মেরু পর্বতের গুহায় গিয়ে পালিয়ে রইলো। কিন্তু দেবীগণ কোথায় পালাতো? রাবণ তাদের সকলকে পুষ্পক বিমানে বসিয়ে নিল।

देव यच्छ गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारि।
जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुन्दर बर नारि।।

রাবণ নিজের বাহুবলে এদের সকলকে জয় করে নিল, দেবীগণকে বরণও করে নিল, নিশাচরগণের মধ্যে কিছু বিতরিতও করে দিল, যাতে তারা দেবলোকের সুখ-ভোগ করতে সমর্থ হয়। দেবতাগণ যখন জানলো যে, তাদের দেবীরা রাবণের ঘরে বন্দী হয়ে আছে, তো বিনা পরিবার তারা বেঁচে থেকেই বা কি করবে ? তাদের মুক্ত করতে দেবতাগণ লঙ্কায় পৌঁছল। রাবণ তাদেরও সেবা-কার্যে নিযুক্ত করে নিল।

कर जोरे सुर दिसिप विनीता। भृकुटि विलोकहिं सकल सभीता।।

সকলকে হাত জোড় করে বিনীত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতো। ভ্রুকুটি দেখতে থাকতো যে, কোথাও উঠতে-বসতে ভুল না হয়ে যায়, কোথাও আদেশ পালনে দেরী না হয়ে যায়, রাবণ ক্রুদ্ধ না হয়ে যায়।

रबि ससि पवन बरुन धनधारी। अगिनि काल जम सब अधिकारी।।

সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, যমরাজ, কুবের আর দেবতাগণের সকল অধিকারী, রাবণের আজ্ঞা পালন করতো, ভয়ভীত থাকতো আর তারা প্রতিদিন উপস্থিত হয়ে রাবণের চরণে প্রণাম করতো। যে, কোন কারণে পৌঁছতে পারতো না, সে বাড়ী থেকে প্রার্থনা করে নিতো যে, কোন নালিশ না করে দেয়। এই-ই তো দেবতাগণের অস্তিত্ব ছিল, তবুও তাদের আমরা পূজা করি কতটা বিড়ম্বনা দেখুন।

(ঞ)

আসুন, সেই সব প্রকরণের উপর বিচার করা যাক, যার মধ্যে দেবতাগণের সাহায্যের যাচনা করা হয়েছে। আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো যে, তারা কি-কিভাবে সহায়তা করলো ? এক সময় নিশাচরগণের আতঙ্ক থেকে ত্রস্ত হয়ে পৃথিবী ধেনুরূপ ধারণ করে দেবতাগণের নিকট গেল এবং বললো যে, আমাকে রক্ষা করুন। তারা উত্তর দিলো যে, আমরা তোমার কষ্ট নিবারণ করতে অসমর্থ। পৃথিবীর সঙ্গে সুর-মুনি, গন্ধর্ব, সকলেই দেবতাগণের পিতামহ, ব্রহ্মার নিকট পৌঁছলেন। ব্রহ্মা সব কিছু জেনে নিয়েছিলেন যে, তারা কেন এসেছে ? মনে-মনে অনুমান লাগালেন যে, আমারও তো কোন বশ চলবে না। তিনি বললেন - যাঁর তুমি দাসী, তিনি অবিনাশী তাঁর কখনও বিনাশ হয় না। তিনি অজর, অমর, শাশ্বত আর অমৃতস্বরূপ । তাঁর কাছেই প্রার্থনা করো। তিনিই তোমার-আমার সকলের সহায়ক । সমস্যা ছিল যে, সেই পরমাত্মাকে খোঁজা কোথায় যাবে ?

पुर बैकुण्ठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई।।

কোন দেবতা তাদের বৈকুণ্ঠ চলবার জন্য প্রেরণা দিচ্ছিল, তো কেহ বলছিল যে, ক্ষীর সাগরে ভগবান থাকেন। সেই সমাজে শঙ্করজীও ছিলেন। কিন্তু তাঁকে বলবার অবসরই পাওয়া যাচ্ছিল না। কোন প্রকারে একটি বচন বলবার একটু অবসর পাওয়া গেল। **'अवसर पाइ वचन एक कहेऊँ'** তখন তিনি বললেন -

हरि ब्यापक सर्बत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहिं मैं जाना।।
अग जगमय सब रहित बिरागी। प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जिमि आगी।।

ভগবান শঙ্কর নিজের অনুভব উপায় বললেন যে, সকল ভগবান প্রতি কণে, সমান রূপে ব্যাপ্ত। সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে, মনকে সংযত করে, তাঁর চরণে সঁপে দাও, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকট হয়ে যাবেন। তাঁর মত সকলেই স্বীকার করলো। ব্রহ্মাও সমর্থন দিলেন। উক্ত বিধি দ্বারা স্তব করতেই আকাশবাণী হলো যে, তোমাদের দুঃখ আমি দুর করবো।

এই সমস্ত প্রকরণে দেবতাগণ কি কি নির্ণয় দিল আর কি কি ভাবে সহায়তা করলো ? যাদের এতটুকুও জ্ঞান নাই যে, ভগবানের স্মরণ-চিন্তন কি প্রকারে করা যায়, তারা আপনাদের পথ-প্রদর্শন কি করবে ? পরম কল্যাণের রাস্তা যাদের জ্ঞান নাই, তারা অন্যের কল্যাণ কি ভাবে করবে ?

দোষ কার ? তবুও আমরা তাদের পিছনে দৌঁড়ই। কত বড় অজ্ঞানতা। এই জড়তার মূলে কি ? দোষ কার ? তবে কি আমাদেরই দোষ ? না, আমাদেরও কোন দোষ নাই। এটা বংশপরম্পরা, সমাজ পরম্পরা থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। বাল্যকাল থেকে মাতাদের, পাড়া-পড়শীদের, ভাই-বন্ধুদের কিছু না কিছু পূজা পাঠ আমরা করতে দেখে আসছি। বালক সেই সকলকেই ধরে নেয়। বাল্যকাল থেকেই আমাদের মন-মস্তিষ্কে সেই পূজা-পদ্ধতির গভীর ছাপ পড়ে যায়। এই জন্য হাজার বুঝলেও বুদ্ধি তে খেলে না এবং বুঝতেও চায় না। প্রায় মায়েরা অবোধ ছেলে-মেয়েদের ধূপকাঠি ইত্যাদি জ্বালিয়ে কখনও অশ্বথের গোড়ায়, কখনও অন্য কোন দেবী-দেবতার মুর্তির সামনে বসিয়ে দেন, আর বলেন - 'এটা বরম বাবা, এটা গ্রাম দেবী,, এটা শঙ্করজী, এদের এইভাবে প্রণাম করো' ইত্যাদি ইত্যাদি। বালক-বালিকাগণের কোমল নির্মল চিত্তের উপর জীবনের আরম্ভিক সময়ের এই সকল সংস্কার, আজীবন তাদের বদ্ধ মূল হয়ে যায়। বাল্যকালে যে বাচ্চা ভয় পায় সে আজীবন ভীতুই থাকে। অন্ধকারে একা যেতে ভয় পায়। পাতা নড়লেও সে ভয়ে কেঁপে ওঠে। দশ-পনেরো দেবী-দেবতা তো সেই বাল্যকালেই তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সময় এলে হয়ত তারা তাদের ছেড়ে দেবে, তবুও কিছু না কিছু শঙ্কা থেকেই যায়। মাতা-পিতা ও অন্য শ্রদ্ধাবান লোকেদের নিকট আমার নিবেদন যে, তাঁরা নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় যেন করে না দেন।

(ট)

ঠিক এই ভাবেই মাতা সীতাও দেবী দেবতার পূজার সংস্কার বংশ-পরম্পরায় পেয়েছিলেন। **'গিরিজা পূজন জননি পঠাঈ।'** সীতা সেখানে আসা যাওয়া করতেন। স্বয়ম্বরের আয়োজন চলছিল। একদিন সীতাজী গিরিজার পূজা করে ফিরছিলেন, সেই বাটিকায় রাম দৃষ্টিগোচর হলেন! পূজা করে ফিরে আসছিলেন, কিন্তু পুনঃ গিরিজার নিকটে গেলেন, হাত জোড় করে বললেন, 'মা, আজ পর্যন্ত যতটুকু আমি আপনার সেবা করেছি, তার দ্বারা প্রসন্ন হয়ে ওই শ্যামলা রঙের বর দেওয়ার কৃপা করুন।'

পার্বতীজী নিজের দিক থেকে কোন আশীর্বাদ দিলেন না। আকাশবাণী হলো,

नारद बचन सदा सुचि साचा। सो वर मिलिहि जाहिं मनु राचा।।

দেবর্ষি নারদ যিনি গুরু ছিলেন, তাঁর বচন সত্য, নির্দোষ (সেই বরই তুমি পাবে, যাতে তোমার মন লেগেছে) দেবর্ষি নারদ যে কথা কখনও সীতাকে বলেছিলেন, পার্বতী সেই কথা মাত্র মনে করিয়ে দিলেন। সীতা আশ্বস্ত হলেন।

ধনুক যজ্ঞের স্থলে পৌঁছে, যখন সীতা সেই বিশাল ধনুকের উপর দৃষ্টিপাত করলেন তিনি অধীর হয়ে উঠলেন যে, যে ধনুক ভঙ্গ করতে দশ হাজার রাজা বিফল হয়েছিলেন, এই সুকুমার কি ভাবে ভঙ্গ করতে সমর্থ হবে? সীতা দেবী-দেবতাগণকে আহ্বান করতে লাগলেন -

तब रामहि बिलोकि बैदेही। सभय हृदय बिनवति जेहि तेही।।

যাদের নাম মনে পড়লো, ছোট থেকে নিয়ে বড় পর্যন্ত সকলের নিকট প্রার্থনা করতে লাগলেন। যেমন - **'होहु प्रसन्न महेश भवानी'** শঙ্করজীর প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁকে ছেড়ে ভবানীকে ডাকতে লাগলেন, যার থেকে বরদান চেয়েছিলেন। সেখানেও মন স্থির হলো না - **'गननायक बरदायक देवा। आज लगें कीन्हिउँ तव सेवा।।'** আজ পর্যন্ত আপনারও বহু সেবা করেছি। আপনিই ধ্যান দিন। আমার মিনতি শুনুন আর চাপটিকে হাল্কা করে দিন। তাঁকেও ছেড়ে দিলেন, যেন কেহ শুনছেনই না। এবার তো চাপ ! আপনারই ভরোসা। আপনি স্বয়ং হল্কা হয়ে যান, কিন্তু এখনই হাল্কা হয়ে যাবেন না, নইলে কেহই ভঙ্গ করে নেবে। রামকে আসতে দেখেই হাল্কা হয়ে যাবেন।

কোথাও সফলতা না দেখে, সীতাজী সমস্ত দেবী দেবতাগণ থেকে চিত্ত সরিয়ে নিয়ে, এক পরমাত্মায় শ্রদ্ধা স্থির করলেন, সেই পরমাত্মার, যিনি সকলেরই হৃদয়ে বাস করেন -

तन मन बचन मोर पनु साँचा। रघुपति पद सरोज चितु राचा॥
तौ भगवान सकल उरबासी। करिहि मोहि रघुबर कै दासी॥

যদি মন-ক্রম-বচন দ্বারা আমার প্রেম সত্য হয় আর রামের চরণ-কমলে নিবাস করে, সেই ভগবান আমাকে রামের দাসী করে দিন। হৃদয়স্থ এক পরমাত্মায় শ্রদ্ধা স্থির হতেই, **'कृपा निधान राम सब जाना'** সেই অন্তর্যামী জেনে নিলেন যে, এবার সত্য সঠিক স্থানে পূজা করছে। এরপর সীতাকে কোন দেবী-দেবতার নিকট যেতে হয়নি - **'तेहि छन राम मध्य धनु तोरा'** রাম ধনুষ ভঙ্গ করে দিলেন। সীতা সফল হয়ে গেলেন। অতএব, আমরা যে নানা রকমের পূজা করি, সে সকল আমরা বংশ-পরম্পরায় পেয়েছি, কিন্তু সফলতা তখনই পাওয়া যাবে, যখন এক পরমাত্মায় শ্রদ্ধা স্থির হবে।

(ঠ)

ঠিক এই প্রকারের পূজা মাতা কৌশল্যা করেছিলেন। রামের রাজ্যাভিষেক শুনে তিনি আনন্দমগ্ন হয়ে পূজা-গৃহে চলে গেলেন -

'पूजी ग्रामदेबि सुर नागा। कहेउ बहोरि देन बलिभागा॥'

তিনি গ্রামদেবী, দেবী-দেবতা আর নাগ সমূহের বিশাল আয়োজনের সঙ্গে পূজা করলেন। তাদের বলি চড়াবার মানত করলেন যে, যদি আমার কার্য সিদ্ধ হয়ে যায় তবে আপনাদের সকলকে বলি ভোগ চড়াবো।

তখনও পর্যন্ত দেবতাগণদের রাজ্যাভিষেকের সূচনা দেওয়া হয়নি কিন্তু গ্রাম দেবীগণের কৌশল্যা দ্বারা এর খবর পাওয়ার পর তারা সব দেবতাগণকে, ও দেবতাগণ ইন্দ্রকে সূচনা দিয়েছি। তারা (দেবগণ) সঙ্গে-সঙ্গে সরস্বতীর নিকটে গেল -

सारद बोलि बिनय सुर करहीं। बारहिं बार पाय लै परहीं॥
बिपति हमारि बिलोकि बड़ि, मातु करिअ सोइ आजु।
रामु जाहिं बन राजु तजि, होइ सकल सुरकाजु॥

হে মাতা । আমাদের উপর মস্ত বড় বিপত্তি এসে পড়েছে। আপনি এমন কিছু কার্য করুন যাতে রাম বনে গমন করেন আর দেবতাগণেরও কার্যসিদ্ধ হয়ে যায়। প্রার্থনা-পত্র দিয়েছিলেন কৌশল্যা যে, আমার কার্য পূর্ণ হয়ে যাক, কিন্তু দেবতাগণ বলল যে, মাতা আমাদের (দেবতাগণের) কার্যসিদ্ধ হোক। এদের কর্মের উপর ছাড়ুন। আপনি দেবতাগণের হিত দেখুন।

সরস্বতী বললেন - কোন শুভ কার্যে বিঘ্ন উপস্থিত করতে তোমাদের লজ্জা লাগে না ? রাম বনে গেলে, তার কত কষ্ট হবে ? অবধ অনাথ হয়ে যাবে। লোকেরা আমাকে কি বলবে ? দেবতাগণ বিনয় করতেই রয়ে গেল।

'जीव करम वश सुख दुख भागी। जाइअ अवध देव हित लागी।।'

অযোধ্যাবাসীদের চিন্তা আপনি কেন করছেন ? তারা তো সব জীব ! কর্মের অনুরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করতেই থাকে, এদের ভোগ করতে দিন আর দেবতাগণের কল্যানের জন্য (কৌশল্যার হিতের জন্য নয়) কৌশলপুর যান যদিও ওই সকল দেবতাগণের পূজা কৌশল্যা করেছিলেন। এইরূপ দেবতাগণের থেকে আপনারা কোন্ আশা করে বসে আছেন ? আপানারা তাঁর পূজা কেন করছেন না, যাঁর জন্য গোস্বামীজী জোর লাগিয়েছেন। যাঁর নাম **'मेटत कठिन कुअंक भाल के'** যাঁর আরধনার দ্বারা কর্মের বন্ধন কেটে যায়। দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্যে বদলে যায়।

সরস্বতীকে সঙ্কোচ করতে দেখে, দেবতাগণ বার-বার তাঁর চরণে পড়ে নিবেদন করতে লাগল -

'बार बार गहि चरन संकोची। चली बिचारि बिबुध मति पोची।।'

বেচারী সঙ্কোচে পড়ে গেলেন। সারা রাস্তায় চিন্তা করতে লাগলেন যে, দেবতাগণের বুদ্ধি কতটা নিকৃষ্ট -

'ऊँच निवासु नीच करतूती। देखि न सकहिं पराइ बिभूति।।'

এদের বাস অনেকই উচ্চস্থানে কিন্তু কাজ বড়ই নিকৃষ্ট। এরা কারো বৃদ্ধি (উন্নতি) দেখতে পারে না। যাদের মধ্যে এতটা ঈর্ষা, দ্বেষ। তবে কি তারাই আপনাদের আদর্শ ?

हरषि हृदयँ दसरथ पुर आई। जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई॥

দেবতাগণের মাতা সরস্বতী অযোধ্যায় আসছিলেন। অযোধ্যাবাসীদের কত সৌভাগ্য ছিল। কিন্তু গোস্বামীজী বললেন - না,'**जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई**' মনে হয় যেন বিপত্তির পাহাড়ই ভেঙ্গে পড়লো। বলা হয় শনি সকলের থেকে দুষ্ট গ্রহ, যে সাড়ে সাত বছর পর্যন্ত কষ্ট দেয় কিন্তু সরস্বতী তো চোদ্দ বছরের দুর্দশা নিয়ে উপস্থিত হলেন। রাম কল্যানস্বরূপ, তাঁর কি কল্যান করবেন ? তিনি তো দেবতাগণেরও কল্যাণ করতে এসেছিলেন। পূজা করেছিলেন কৌশল্যা মাতা, তিনি কি পেলেন ? সারা জীবনের অভিশাপ - বৈধব্য আর দুঃখ ।

नामु मन्थरा मन्दमति, चेरी कैकइ केरि।
अजस पेटारी ताहि करि, गई गिरा मति फेरि॥

মন্থরা নামের একজন মন্দবুদ্ধি দাসী ছিল, তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, তার বুদ্ধি বিকৃত করে সরস্বতী ফিরে গেলেন। আপনারা লক্ষ্য করুন যে, বুদ্ধিমান আর বিবেকশীল লোকেদের উপর এই সকল দেবী-দেবতার কোন প্রভাব পড়ে না। কেবল মন্দবুদ্ধি যুক্ত মনুষ্যগণই দেবী-দেবতা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

দেবী-দেবতাগণের এইরূপই চরিত্র সেই সময় দেখা যায়, যখন ভরত শ্রীরামকে ফিরে আনতে চিত্রকুটে যান । দেবতাগণ চেষ্টা করতে লাগলো যে, রাম আর ভরতের মধ্যে যেন মিলনই না হয়। এই দেবী-দেবতাগণের কুৎসিত চরিত্রের পরাকাষ্ঠা ভরত-রাম সংবাদের সময়ে দেখে মানসকার বললেন - '**मधवा महा मलिन, मुए मारि मंगल चहत।**' ইন্দ্র কতটা মলিন বুদ্ধি যে, দুঃখী অযোধ্যা আর জনকপুরবাসীদের আরও কষ্ট দিচ্ছে। যে মৃতকে মেরে নিজের কল্যাণ চাইছে।

कपट कुचालि सींव सुरराजू। पर अकाज प्रिय आपन काजू॥
काक समान पाक रिपु रीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीती॥

দেবরাজ ইন্দ্র কপট আর কদাচারের সীমা । তার অন্যের ক্ষতি আর নিজের লাভই প্রিয়। এইরূপ দেবতাগণের থেকে আপনারা কি লাভের আশা করেন ? সেই সভাতেও দেবতাগণ মন্দ বিচার, কপট, ভয় আর উদ্বিগ্ন ঢুকিয়ে দিলো। এই-ই তাদের দেবমায়া। এই সকল গুণই আপনারা তাদের থেকে শিখতে পারেন। দেখুন, এই দেবমায়ার শিকার কে-কে হয়ছে ?

भरत जनकु मुनिजन सहित, साधु सचेत बिहाइ।
लागि देवमाया सबहि, जथा जोगु जनु पाइ॥

ভরতজী, জনক, মুনিগণ, মন্ত্রীগণ, সাধু-সন্ত আর বুদ্ধিমান এইসব লোকজনদের ছাড়া অন্য সকলের উপর, যার যেমন বুদ্ধি র স্তর ছিল, তার উপর তেমনিই, দেবমায়ার প্রভাব হয়ে গেল। (স্পষ্ট হলো যে কেবল মন্দবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের উপরই দেবতাগণের প্রভাব চলতে পারে।)

সরস্বতী মন্থরার কাছে এলেন। তবে মন্থরা কি পেল ? সরস্বতীর কৃপায় মন্থরার বুদ্ধি বিকৃত হয়ে গেল। সে যা-তা চিন্তা করতে লাগলো। ষড়যন্ত্রের সুত্রধার তাকে হতে হলো আর অবশেষে লাথিও খেতে হলো।

कूबर टूटेउ फूट कपारू। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू॥

তার কুবড় ভেঙ্গে গেল, কপাল ফেটে গেল, দাঁত ভেঙ্গে গেল, মুখ দিয়ে রক্ত বইতে লাগলো। এতটার পরও তার দুর্দশার শেষ হলো না, তার চুলের ঝুঁটি ধরে-ধরে জমির উপর ঘিঁচড়ানো হলো। যার কণ্ঠে দেবতাগণের মাতা সরস্বতী বসে যান, তার সম্মান বেড়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে এমন অভাগী প্রমাণিত হলো যে, এর পর সম্পূর্ণ রামায়ণে তার নাম পর্যন্ত উল্লেখ হয় নিআর আজ পর্যন্ত কেহ নিজের কন্যার নাম মন্থরা রাখবার সাহস করে না। মন্থরা তো একটা প্রতীক মাত্র। সেই সব মন্দবুদ্ধি যুক্ত ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি, যারা দেবী-দেবতাগণের পূজা করে আসছে। এর পরিণাম চিত্রিত করে গোস্বামীজী কোন সংবাদ দিচ্ছেন ? আপনারা কি কখনও বিচার করলেন যে, আমাদের পূজনীয় কে ?

(ড)

রামচরিত মানসে, সরস্বতীর প্রয়োগ তিন জায়গায় হয়েছে। এক তো এই মন্থরা প্রসঙ্গ। দ্বিতীয়, যখন দেবতারা ভরতের বুদ্ধি বিকৃত করবার প্রার্থনা করেছিল, যার দ্বারা দেবতাগণের পরিবার সুখী থাকে। কিন্তু সরস্বতী রুষ্ট হয়ে গেলেন যে, হাজার নেত্র থাকা সত্ত্বেও তুমি সুমেরু পর্বত দেখতে পাচ্ছ না ? কোন সে সুমেরু ছিল ভরতের মধ্যে ?

'भरत हृदय सियराम निवासू। तहँ कि तिमिर जहँ तरनि प्रकासू॥'

তবে কি সেখানেও অন্ধকার যেতে পারে, যেখানে সুর্যের প্রকাশ উত্তম রূপে প্রকাশিত রয়েছে ? তবে ভরতের মধ্যে সে কোন প্রকাশ বিদ্যমান ? ভরতের হৃদয়ে রাম আর সীতার নিবাস (প্রকাশ) রয়েছে। সেখানে আমার কপট আর চতুরতা চলবে না। কে সে অন্ধকার ? দেবতা । আর প্রকাশ কি ? এক পরমাত্মা ! এই স্থলে এও স্পষ্ট হচ্ছে যে, যার হৃদয়ে ভগবানের নিবাস রয়েছে, দেবতা তার কিছুই নষ্ট করতে পারে না। অতএব মন-ক্রম-বচন দ্বারা আপনার এক পরমাত্মার প্রতি সমর্পিত হয়ে যান। যদি আপনারা তাঁকে হৃদয় দিয়ে দেখেন, তো হৃদয়ের স্বামীও আপনাদের দেখবেন, আপনাদের রক্ষার ভারও তিনি নিজের হাতে নিয়ে নিবেন।

তৃতীয় অবসরে আমরা সরস্বতীকে কুম্ভকর্ণের নিকট যেতে দেখি। তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বর দিতে পৌঁছলেন। ব্রহ্মা ভাবলেন যে, এই দুষ্ট যদি কিছুই না করে, কেবল ভোজনই মাত্র করে তো এই সংসার নষ্ট হয়ে যাবে, অতএব -

'सारद प्रेरि तासु मति फेरी। मागेसि नींद मास षट् केरी॥'

সরস্বতী ডাকালেন, তার বুদ্ধি বিকৃত করিয়ে দিলেন আর ছয় মাসের জন্য নিদ্রা চেয়ে বসলো। কুম্ভকর্ণে সরস্বতীর প্রবেশ, তার মৃত্যুর কারণ হলো। দেবতাগণের পূজায় কারই বা কি কল্যাণ হয়েছে ?

(চ)

বর্তমান সময়ে সমস্ত দেবতাগণের মধ্যে তিন দেবতা অধিক শ্রেষ্ঠ মানা হয় - ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ। মহারাজ মনু ঘর-বাড়ী ছেড়ে তপস্যা করতে নৈমিষারণ্যে পৌঁছলেন, আর চিন্তন-ধ্যানে লেগে গেলেন। তাঁর লক্ষ্য কি ছিল ? তিনি উপাসক কার ছিলেন ? তিনি মনে - মনে চিন্তা করছিলেন -

'विष्णु विरंचि शम्भु भगवाना। उपजहिं जासु अंश ते नाना॥'

সেই ভগবান, যাঁর অংশমাত্রে অনেক-অনেক ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শঙ্কর জন্ম নেয়। **'ऐसेऊ प्रभु सेवक वश अहई'** - এইরূপ ভগবানও সেবকের বশে থাকেন, সেবকের জন্য সর্বদা তৈয়ার থাকেন, তবে আমি তাঁরই উপাসনা করবো। তিনি আমার অভিলাষা পূর্ণ করবেন। মনু ধ্যানে বসে গেলেন। সাধনে কিছু গতি এলো, সাধনা সুদৃঢ় হয়ে চললো, তখন দেবতাগণ পৌঁছতে আরম্ভ করলো -

बिधि हरि हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहुबारा।।
माँगहु बर बहु भाँति लोभाए। परमधीर नहिं चलहिं चलाए।।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ সকলেই পৌঁছলেন । মনুর যদি প্রথম থেকে জানা না থাকতো, তবে ভ্রমিত হয়ে যেতেন। তিনি জানতেন যে, এইরূপ অনেক-অনেক ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর, সেই ভগবানের অংশ মাত্রই। এইজন্য মনু তাদের লক্ষ্যই করলেন না। এতটাও বললেন না যে, হে দেব ! আমার অহোভাগ্য যে, আপনারা দর্শন দিলেন। কিন্তু এই দেবতাগণও এত বেহায়া ছিল যে, স্বাঅভিমান নষ্ট করেও মনুর নিকট বার-বার পৌঁছতে থাকলো। মনে হয় বিঘ্ন উপস্থিত করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। তারা মনুর কল্যাণ করতে যায় নি, কিন্তু দিচ্ছিল না, কেবল প্রলোভন দিচ্ছিল - **'बहु भाँति लुभाए।'**লোভ ও মোহের এক প্রবল ধারাই - **'काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारि'** - মোহেরই সেনা সব, এইজন্য মনু সেদিকে লক্ষ্য করলেন না। চিন্তন-ধ্যানে লেগেই থাকলেন।

'अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा।।'

শরীরে কঙ্কাল মাত্র রয়ে গেল, তবুও মনে লেশমাত্র কষ্ট ছিল না। তিনি প্রসন্ন ছিলেন, তাঁর লগন প্রবল ছিল আর চিন্তন সন্তোষজনক হচ্ছিল।

ভগবান দেখলেন যে, ইনি মন-ক্রম-বচন দ্বারা আমার আশ্রিত। ওঁর মন সংযমিত হয়ে গেছে, তখনই তিনি আকাশবাণী করলেন যে - 'বর চাও'। বর চাইতে বললেন, তখন মনু বর চাইলেন -

जो सरूप बस शिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन कराहीं।।
जो भुसुण्डि मन मानस हंसा। अगुन सगुन जेहि निगम प्रसंसा।।
देखहिं हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतारति मोचन।।

মনু শঙ্করের দর্শনে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বার-বার এসেছেনও কিন্তু তাঁর থেকে কিছুই চাইলেন না। যদিও ভগবান শিব তত্ত্বে স্থিত তত্বস্বরূপ মহাপুরুষ, পূর্ণ প্রাপ্তিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু কেবল তাঁর দর্শন করেই থেকে যাওয়া রাস্তা না চলা ঠিক নয়। শঙ্করের হৃদয়ে যে অনুভূতি রয়েছে, তকে স্বয়ং চলে প্রাপ্ত করা মনুর লক্ষ্য ছিল। মনু জানতেন যে, আচরণ করেই পাওয়ার বিধান। কোনও কুস্তীগিরকে কেবল প্রণাম করে কুস্তিগির হওয়া সম্ভব নয়। চিকিৎসকের দর্শন-মাত্র রোগ-নিবৃত্তি হয় না।

মহাত্মা বুদ্ধও নিজের শিষ্যগণকে বলতেন যে, আমি যে উপদেশ দিয়েছি, যদি আপনারা তার উপর চলেন, তো দুরে থেকেও আমার নিকটেই রয়েছেন আর যদি আচরণ না করেন তো আমার নিকটে থেকে, আর দর্শন করেও কোন লাভ নাই, কাছে থেকেও দুরে থাকবেন। এই জন্য আচরণ করুন।

মনু জানতেন যে, ভগবান শঙ্কর সত্য, তবুও তাঁর থেকে কিছু চাইলেন না, কিন্তু যখন ভগবান আকাশবাণী দিলেন তো, সেই বস্তুই চাইলেন, যা শঙ্করের হৃদয়ে ছিল। **'जेहि कारन मुनि जतन कराहीं'** যার জন্য মুনিগণ যত্ন করেন। আজকাল কোন মুনির উপর বিন্ধ্যাবাসিনী চড়ে বসে, তো কারো উপর হনুমানজী, কেহ বলে যক্ষিণীর সিদ্ধি করছে - এই সকল মুনি নয়। সেই মুনি, এখনও মুনি নয়, যে সেই প্রাপ্তির পরমতত্ত্ব মরমাত্মা-প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা না করে, এখনও সে ভ্রমিত, হ্যাঁ প্রত্যাশী অবশ্য ।

মনুর কামনার উপর ভগবান প্রকট হলেন - **'विश्ववास प्रकटे भगवाना'** কোন সে ভগবান ? **'हरि व्यापक सर्वत्र समाना'** যেরূপ শিবজী বলেছিলেন। **'जेहि जाने जग जाई हेराई'** মনু দেখলেন, যেখানে বিশ্ব ছিল সর্বত্র ভগবানের বাস দৃষ্টিগোচর হলো। যে দিকেই দৃষ্টি পড়তে থাকলো, পাথর-জল-জঙ্গলে, সেই প্রভুর স্বরূপ ছেয়ে গেল। স্বয়ং সেও বিলীন হয়ে গেল, বিশ্বও বিলীন হয়ে গেল, মনুর জীব-সংস্কার সমাপ্ত হয়ে গেল। যেখানে প্রথমে বিশ্ব দেখা যাচ্ছিল, ভগবান সর্বত্র দেখা যেতে লাগলো -

'ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्॥'

এই অবস্থা যে-যে মহাপুরুষ প্রাপ্ত করেছেন, সকলেই এইই নির্ণয় দিয়েছেন যে, যা কিছু দেখা শোনা যায়, সর্বত্র ঈশ্বরের বাস, তবুও আমরা কেন দেখতে পাই না। কারণ কি ?

'जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे यथा स्वपन भ्रम जाई॥'

'अस प्रभु अछत हृदय अविकारी'সেই রাম কেবল ভক্তের হৃদয়ের বস্তু, বাইরে নয়। আপনার হৃদয়েও তিনি আছেন, কিন্তু প্রসুপ্ত অবস্থায়। তাঁকে জানবার জন্য এক পরমাত্মায় শ্রদ্ধা, সেই পরমাত্মাকে আপনার হৃদয়ে জাগ্রত করিয়ে দেওয়া কোন মহাপুরুষের সান্নিধ্য অপেক্ষিত। বাইরে না কোন দেবী রয়েছে আর না দেবতা।

বাইরের বস্তুকে পূজা করবেন তো কল্যাণ কখনও হবে না আর বস্তুও কখনও পাবেন না - রামায়ণের এই-ই নির্ণয়।

(ণ)

কোটি -কোটি দেবী দেবতা সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মার অংশ মাত্র। কাগভুশউণ্ডি বললেন -

'राम काम सतकोटि सुभगतन । दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन ॥'

ভগবান শত-শত কামদেবের সমান সুন্দর। কোটি-কোটি দুর্গার তুল্য শত্রু নাশ করতে সক্ষম। **'शारद कोटि अमित चतुराई '** অনন্ত কোটি সরস্বতীর সমান তিনি চতুর। **'विधि सतकोटि सृष्टि निपुनाई '** আরব ব্রহ্মার সমান সৃষ্টি রচনা করতে নিপুণ। **'विष्णु कोटि सम पालन कर्ता । रुद्र कोटिसत सम संहर्ता॥'** পালন করতে আরব বিষ্ণুর সমান আর সংহার করতে আরব রুদ্রের সমান। আরব ইন্দ্রের সমান তার ঐশ্বর্য, আরব কুবেরের সমান ধনবান আর আরব কামধেনুর মত ইচ্ছিত পদার্থ দিতে সক্ষম। কোটি-কোটি সুর্যও যাঁর সামনে জোঁনাকী পোকার সমান, তবুও আমরা পূজা সুর্যের করি, প্রভুর নয়। আপনি সেই মূলকে কেন ধরছেন না ? যাঁর এই সকলই, নগণ্য অংশমাত্র - **'तुलसी मूलहिं सेइये फूलइ फलइ अघाइ।'** মূলের সেবা করবেন তো, ফল-বৃক্ষ-পাতা-ফুল, শাখা-প্রশাখা সবই আপনার আর পাতায়-পাতায় দৌড়তে থাকবেন তো বৃক্ষকেও (মূল পরমাত্মা) হারিয়ে ফেলবেন। কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যে দেবতাগণে, পাথরে, জলে, পশু আর পক্ষীতে অমূল্য সময় নষ্ট করবেন না, স্বয়ং নিজের উদ্ধার করূন।

(ত)

দেবী-দেবতার তো নয়, হ্যাঁ, শঙ্করের পূজা প্রথমে ভরত করতেন। রামের অভিষেকের সময় যখন অযোধ্যায় ষড়যন্ত্র চলছিল, তখন ভরত মামার বাড়ী ছিলেন। রাত্রিতে তিনি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলেন। মন দুশ্চিন্তায় ভরা ছিল। এর সমন হেতু - **'विप्र जेंवाइ देहि दिन दाना। शिव अभिषेक करहिं विधि नाना॥'** ভরত ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে থাকলেন, দান দিতে থাকলেন, অনেক প্রকারে শঙ্করের অভিষেক করতে থাকলেন। **'माँगहिं हृदय महेस मनाई। कुशल मातु पितु परिजन भाई॥'** হৃদয় দিয়ে শঙ্করের উত্তম প্রকারে প্রার্থনা করছিলেন যে মাতা, পিতা, ভাই পরিজন সকলেই যাতে কুশলে থাকেন।

পরিবর্তে কি পেলেন ? পিতা স্বর্গলোকে চলে গেলেন, মাতা বিধবা হয়ে গেলেন, ভাই বনে চলে গেলেন আর সাত দিন পর্যন্ত যতক্ষণ না ভরত অযোধ্যায় পৌঁছে গেলেন, কারো ঘরে উনুন জ্বলে নি। তবে কি ভগবান শিবের পূজাও ব্যর্থ ? না। '**शिव सेवा कर फल सुत सोई । अविरल भगति राम पद होई ॥**' আদি গুরু ভগবান শিবের সেবার একমাত্র ফল এই-ই যে, রামের চরণ-কমলে অবিরল ভক্তি জাগ্রত হয়ে যাবে। ভগবান শিব নিজের ভক্তি দ্বারা ততটা সন্তুষ্ট হন না। তিনি যখনই সন্তুষ্ট হন, রামের ভক্তি দ্বারাই সন্তুষ্ট হন। একটু-আধটু যাচনার উপর লক্ষ্য না দিয়ে তাঁকে ভগবান রামের অপ্রতিম ভক্ত করে দিলেন। যা ভগবান শঙ্করের কর্তব্য ছিল, তার তিনি নির্বাহ করে দেখালেন। এর পর ভরত আজীবন রামের অবিরল ভক্তিতে সময় দিয়েছেন, শিবে নয়।

এইরূপ এক উদাহরণ কাগভুশুণ্ডির। পূর্ব-জন্মে তিনি ভগবান শিবের অনন্য ভক্ত ছিলেন। অন্য সকলের বিরোধী ছিলেন। তাঁর গুরু দয়ালু ছিলেন, আর নীতিতে নিপুণ ছিলেন। বলতেন যে, শিবের সেবার ফল হল ভগবান রামের চরণের ভক্তি। তাঁর গুরুর এই উপদেশ, কাগভুশুণ্ডির ভাল লাগতো না। তিনি নিজের গুরুদেবের অবহেলা করতে লাগলেন। একদিন কাগভুশুন্ডী শিবের মন্দিরে বসে শিবনাম জপ করছিলেন। গুরুদেব এলেন কিন্তু কাগভুশুণ্ডী উঠে প্রণাম করলেন না। গুরুদেব তো কোমল-শীল স্বভাবের ছিলেন, কিন্তু গুরুর অপমান স্বয়ং শঙ্কর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি কাগভুশুণ্ডীকে অজগর হয়ে যেতে আর হাজার-হাজার জন্ম নেবার ও মরণের অভিশাপ দিলেন। যে শঙ্করের তিনি পক্ষ নিতেন, তিনিই রুষ্ট হয়ে গেলেন। গুরু মহারাজের বড়ই দয়া হলো । ভগবান শিবের নিকট কৃপা প্রার্থনা করলেন। শঙ্কর সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, জন্ম তো একে নিতেই হবে, কিন্তু জন্ম ও মৃত্যুর অসহ্য পীড়া একে ভোগ করতে হবে না। কোনও জন্মে এর জ্ঞান নষ্ট হবে না আর অবশেষে এ মনুষ্য শরীর ধারণ করে, রামের ভক্তি প্রাপ্ত করবে।

কাগভুশুণ্ডী ছিলেন তো শিবের ভক্ত, কিন্তু শঙ্করজী প্রসন্ন হয়ে কি দিলেন ? রামের ভক্তি । শেষ জন্মে তার -

'**मन ते सकल वासना भागी। केवल राम चरन लव लागी॥**'

শিব সেবার ফল - '**অবিরল ভক্তি राम पद होई** ' রামের চরণে ভক্তি জাগল এবং রামের পরম ভক্ত হয়ে গেলেন। আর রাম-তত্ত্বও প্রাপ্ত হয়ে গেলেন।

(থ)

ভারতে আজও শিব-পূজা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ভগবান শিবের মন্দির বহু সংখ্যায় বিদ্যমান। যদি সেখানে বলা হয় যে ভগবান শিব কোন অভীষ্টকে পেয়েছিলেন ? আমরা তাকে কি ভাবে প্রাপ্ত করবো ? তবে তো সেই মন্দির সার্থক। কেবল এতটাই শিখতে আপনারা সেখানে যান। যেখানে এটা বলা হয় না যে, মহাপুরুষ সেই সত্যকে কি ভাবে প্রাপ্ত করেছিলেন, তবে সেখানে গেলে আপনার ক্ষতি হবে, লাভ কখনও হবে না। কেবল চরণামৃত বিতরণকারী মন্দির কিছুই নয়, ভ্রম। যে ভগবান শিবের শরণে গেছে, তাকে তিনি রামের চরণে সমর্পিত করে দিলেন। তিনি (শিবজী) সর্বদা রাম নাম জপ করতেন।

तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनग आराती॥

काशी मरत जन्तु अवलोकी। जासु नाम बल करउँ विसोकी॥

কাশীতে শঙ্কর নিজের পরাক্রম দ্বারা মুক্তি প্রদান করেন না, কিন্তু নামের বলে মোক্ষ প্রদান করেন। এক পরমাত্মার চিন্তনের উপরই শঙ্কর জোর দিয়েছেন।

ঠিক এই ভাবে, হনুমান একজন সন্ত ছিলেন। তাঁরও জপের নাম **'রাম'**

'सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने वश करि राखे रामू॥'

পবনসুত, সেই পবিত্র রাম নামের জপ করেছিলেন। 'হনুমান-হনুমান' জপ করবার জন্য হনুমান কখনও বলেন নি। তাঁর জীবনে যে অধিকারী ভক্ত এসেছেন তিনি তাঁর হাত ধরে, রামের চরণে লাগিয়ে দিয়েছেন।

'हनूमान सम नहि बड़भागी। नहिं कोउ राम चरन अनुरागी॥'

হনুমানের সমান ভাগ্যশালী কেহই ছিলেন না। তবে সেই ভাগ্যের স্রোত কি ? **'नहिं कोउ राम चरन अनुरागी'** রামের চরণের অনুরাগই ভাগ্যের জন্মদাতা।

এই দুই মহাপুরুষের কথাবস্তু থেকে স্পষ্ট হয় যে, দেবতাদের মধ্যে কিছু মহাপুরুষ রয়েছেন, যাঁরা আমাদের পূর্বজ ছিলেন, কিন্তু কোটি-কোটি কল্পিত

দেবতাগণের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা এক প্রতিশতও নয় তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা অপেক্ষিত, কেননা, তাঁরা কোন সময়ে সাধন করে পরমাত্ম-স্বরূপের স্থিতি প্রাপ্ত করেছিলেন। নিজের সময়ে তাঁরা সদগুরু ছিলেন কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁদের পূজার বিধান নেই আর তাঁদের নাম জপেরও কোন বিধান নেই, কিন্তু যদি কেহ এইরূপ করেনও তবে, সেই মহাপুরুষ এক পরমাত্মার দিকে আর সেই ব্যক্তিকে সমকালীন সদ্গুরুর দিকে (নিকটে) এগিয়ে দেন। অতএব, আপনি আরম্ভ থেকেই এক পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা স্থির করুন যার দ্বারা আপনার সময় নষ্ট না হয় আর তাঁর থেকে প্রেরণা নিতে থাকুন।

(দ)

গোস্বামী তুলসীদাস রামচরিত মানসের রচনা করলেন, অবশেষে মানসরোগও বললেন যে, এর বিরোধী কে ? **'मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला'** মোহ সম্পূর্ণ ব্যাধির মূল। কাম বাত হচ্ছে, কফ লোভ, ক্রোধ পিত্ত। কাম, ক্রোধ আর লোভ এই তিন ভাই যখন এক হৃদয়ে, এক স্থানের উপর একত্র হয়ে যায় তো ব্যক্তি সন্নিপাত-রোগীর মত হয়ে যায় -

'अहंकार अति दुखद डमरुआ । तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी ।।'

এই প্রকারে পনেরো-পঁচিশ রোগের নাম উল্লেখ করেছেন। অবশেষে বললেন **'मानस रोग कछुक मैं गाये'** আমি কিছুটা মানস রোগের বর্ণনা করলাম। **'है सबके लखि बिरलन्ह पाये'** রয়েছে তো সকলের কাছে, কিন্তু কোন বিরল ব্যক্তিই এদের জানতে পেরেছেন। তবে এই সকল রোগ থেকেমুক্তি কি ভাবে পাবে ? এর উপর বললেন -

सद्‌गुरु वैद वचन विश्वासा । संयम यह न विषय कै आसा।।
रघुपति भगति संजीवन मूरी । अनूपान श्रद्धा मति पूरी।।
एहि विधि भलेहिं सो रोग नसाहीं । नाहिं त जतन कोटि नहिं जाहीं।।

সদ্গুরুই বৈদ্য। তাঁর বচনে পুরো শ্রদ্ধা হওয়া উচিত। ভগবানের প্রতি ভক্তি। (দেবী দেবতার ভক্তি নয়, কেবল ভগবানের ভক্তি) এই-ই সঞ্জীবনী বুঁটি। অনুপানের জন্য সদ্গুরুর প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা হওয়া উচিত। এই বিধি দ্বারা এই রোগ নষ্ট হতে পারে অন্যথা কোটি যত্ন করবেন তবুও এই রোগ নষ্ট হবে না। যে যত্নের দ্বারা রোগ দুর হয় না, সেই যত্ন আপনি কেন করছেন? সেই প্রভুর ভক্তি কেন করেন না, যাঁর দ্বারা এই সকল মানস রোগ নষ্ট হয় ?

(ধ)

এ-পর্যন্ত আপনি নিশ্চয়ই জেনে গেছেন যে, আমার-আপনার ইষ্ট কে ? ইষ্ট তাকে বলে, যে আমাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। অনিষ্ট বলে ক্ষতিকে, লোকসানকে। দৈনিক জীবনে ছোট-বড় লোকসান তো হতেই থাকে। কারো মাথায় ব্যাথা, চাকুরীতে কোন বাধা এসে যায়, কোথাও গাড়ী উল্টে যায় ইত্যাদি দুর্যোগ আসতেই থাকে। এই ভাবে হাজার-হাজার প্রকারের কামনা মনুষ্যের ভিতর ভরা রয়েছে। যিনি এই সকল অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেন, কামনা সমূহের পুর্তি করে দেন তাঁরই নাম ইষ্ট।

সব কিছুই সুরক্ষিত হয়ে গেলেও আর সমৃদ্ধ জীবন প্রাপ্তির পরও শরীর তো ক্ষণভঙ্গুর। আজ রয়েছে তো কালকের জন্য কেহ গ্যারান্টী দিতে পারে না। এই শরীর নশ্বর। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, 'অর্জুন ! এই আত্মাই শাশ্বত আর শরীর বিনাশশীল। **'अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्।'** (গীতা, 9/33) আপনার বৈভব-বিলাস তো এখানেই রয়ে যাবে। কাল জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে যাবে। তবে কি কোন এমন উপায় আছে, যার দ্বারা জন্ম আর মৃত্যু থেকেও পার পাওয়া যেতে পারে ? সে কে, যে এই ভয়ঙ্কর অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে আমাদের শাশ্বত স্বরূপ প্রদান করে দেবে, অকাল স্থিতি প্রদান করে দেবে, শাশ্বত ধাম প্রদান করে দেবে, সর্বদা স্থির অক্ষয় শান্তি প্রদান করে দেবে ? এই বিষয়ে যদি কেহ সক্ষম হয় তো, একমাত্র পরমতত্ত্ব পরমাত্মা, শাশ্বত ব্রহ্ম। তার পরিচায়ক নাম 'রাম' তারই জপ করুন সেইই আমাদের সকলের ইষ্ট।

(ন)

একবার ভগবান রাম সভা করলেন -

एक बार रघुनाथ बोलाये । गुरु द्विज पुरवासी सब आये ।।
बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन। बोले बचन भक्त भव भंजन ।।

গুরু-মুনি-দ্বিজ-সজ্জন সকলেই উপবিষ্ট ছিলেন, তখন ভক্তগণের জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ দুরকর্তা রাম বললেন -

बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रन्थन्हि गावा।।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक सँवारा।।

বড়ই ভাগ্যের ফলে এই আমরা মানব-শরীর পেয়েছি। এটা দেবতাগণেরও জন্য দুর্লভ। দেবতাগণ উত্তম কর্মের ফলস্বরূপ ভোগমাত্র ভোগ করেন কিন্তু স্বর্গও অল্প দিনের জন্য, এই জন্য দেবতাগণও মানব-শরীরের জন্য আশান্বিত। এই শরীর সাধনের ধাম। মুক্তির দরজা। একে প্রাপ্ত করে যে নিজের পরলোকের ব্যবস্থা না করে নেয়, সে জন্ম-জন্মান্তর দুঃখ ভোগ করে। মাথা কুটে পশ্চতাপ করে। কাল, কর্ম আর ঈশ্বরের ব্যর্থ দোষ দেয়। বস্তুতঃ যদি মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়েছে আর সে পরলোকের জন্য কর্ম না করে তো, না তো কালের দোষ, না কর্মের দোষ আর না ঈশ্বরের দোষ। সকল দোষ তারই।

প্রায় দু'তিন কারণ মনুষ্য দেখায় যে আমার তো কর্মেই লেখা নাই - কর্মকে দোষ দেওয়া, সময় অনুকুল নয় - কালকে দোষ দেওয়া আর কর্তা-ধর্তা তো ভগবান - ঈশ্বরকে দোষ দেওয়া। কিন্তু ভগবান রাম স্বয়ং বললেন যে, যদি মানব-শরীর উপলব্ধ হয়েছে তো, এর মধ্যে কারো দোষ নাই, দোষ সেই মনুষ্যেরই। অন্যত্র বললেন -

नर तन भव वारिधि कहुँ बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो।।
करनधार सद्गुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा।।
जो न तरै भवसागर, नर समाज अस पाइ।
सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाइ।।

এই মানব শরীর সংসারসাগর থেকে পার হওয়ার জন্য নৌকা, জাহাজ। সদ্‌গুরু নাবিক। আমার কৃপা অনুকুল বায়ু। এইরূপ দুর্লভ সংযোগ-ব্যবস্থা পেয়ে যে ভবসাগর পার না হয়ে যায়, সে নিজের পৌরুষের নিন্দক, অকর্মণ্য, মন্দমতি আর নিজের আত্মার হত্যাকারী। কিন্তু পার হওয়ার উপায় কি ? এর উপর বললেন -

जो परलोक इहाँ सुख चहहू। सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहहू।।
सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान श्रुति गाई।।

যদি আপনি পরলোক চান, পরম শ্রেয় শাশ্বত ধামের আশা করেন, অমৃত তত্ত্ব করতে চান অথবা এই লোকে নিজের কামনা-পুর্তি চান তো আমার বচন শুনুন আর দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ করুন। তবে সেটা কি ? কেবল একই রাস্তা রয়েছে, ইহলোক আর পরলোক এই দুইয়েরই জন্য **'भगति मोरि'** আমার ভক্তি করুন। শেষনাগের নয়, কোন দেবতার নয় - আমার ভক্তি করুন। এই-ই শ্রুতি - সকল গেয়েছে ।

অতএব, ইষ্ট কে ? এক পরমতত্ত্ব পরমাত্মা। (এর ব্যতীত অনিষ্ট থেকে বাঁচাবার কেহ নাই-ই-নাই। আমাদের দরিদ্রতার কারণ এই যে আমরা সেই প্রভুকে অনন্য ভাবে চাই না।)

রামের নাম নিতেই প্রায় সকলে চমকে উঠে যে, কোন রাম ? মানসকার সেই রামের পরিচয় দিয়েছেন **'रामु ब्रह्म व्यापक अविनासी'** রাম ব্যাপক, চিন্ময়, কণায়-কণায়, অবিনাশী। তারই দ্বিতীয় নাম 'রাম'। অতএব ইষ্ট কে ? এক পরমতত্ত্ব পরমাত্মা। যিনি তাঁর উপর নির্ভর থেকে নিজের কার্যে রত থাকেন, সমৃদ্ধি অকারণই তাঁকে বরণ করে। তিনি সুখী দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত করেন। তাঁর স্নায়ু রোগ হয় না। তিনি চিন্তারহিত হয়ে যান। আপনি সংসারে আটকে থাকুন না কেন, পরলোক আর পরমশ্রেয়ের ব্যবস্থা আপনার জন্য সুরক্ষিত রয়েছে। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন - 'অর্জুন ! এই নিষ্কাম কর্মে, সেই পরমাত্মায় যে নিষ্ঠার সহিত লেগে যায়, এখনও কিছু করে নাই কেবল লেগেছে মাত্র, তবুও অর্জুন ! সেই পুরুষের কখনও বিনাশ হয় না। এই পথে আরম্ভের কখনও বিনাশ হয় না। যদি আপনি উত্তম প্রকারে বীজ রোপণ করে নেন তাহলে এটা পরমশ্রেয় পর্যন্ত পৌঁছিয়েই ছাড়ে। কামনা কেবল বাধা উৎপন্ন করতে পারে। সত্যের অনুষ্ঠানকে নষ্ট করতে পারে না। অতএব মানসের অনুসারে এক পরমতত্ত্ব পরমাত্মাই ইষ্ট।

দেবী-দেবতা এ সকল ভ্রান্তি। মানসে লেখা আছে যে, একটিও স্থল এমন নাই, যেখানে এদের পূজার বিধান রয়েছে আর না পূজাকর্তারা সফলতা পেয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এটা আমাদের বংশ পরম্পরায় পাওয়া গিয়েছে। আর আমরা এর গুণ-গান করে চলেছি। দুঃখ এও যে, ত্যাগী মহাত্মাও সেই পরম্পরায় জড়িত রয়েছেন। বলেন - 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস মা কালীর পূজা করতেন, কিন্তু তিনি সেই পূজা, নিজের অনন্য শিষ্য বিবেকানন্দকে শিখালেন না। বিবেকানন্দের উপদেশে আপনি কোথাও দেবী-দেবতার নাম পাবেন না।

অযোধ্যাবাসীকেও চিত্রকূটে এই পরম্পরানুসার চলতে দেখা গিয়েছিলো। যখন তারা রামকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল তো **'गनप गौरी त्रिपुरारि तमारि'**-এর পূজা করছিলো কিন্তু রামের রাজ্যাভিষেক আর তার সভার পর সেই অযোধ্যাবাসী নিজেদের সন্তানদের শিক্ষা দিতেন **'भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहिं'**- যিনি প্রণতের প্রতিপালন করেন এইরূপ রামের উপাসনা করো। যেমন পলক চোখের মণিকে

রক্ষা করে তেমনিই রামের তোমরা ভজনা করো। স্বয়ং তাঁর দ্বারা দেবতাগণের পূজার প্রশ্নই ওঠে না।

এই ভাবে আপনি দেখছেন যে, গীতারই মত শ্রীরামচরিত মানসে গোস্বামী তুলসীদাসজী আরম্ভ থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ক্রমে-ক্রমে এক পরমাত্মার উপরই বল দিয়েছেন আর উত্তরকাণ্ডের শেষে তো নির্ণয়ই দিলেন যে -

'सोइ कवि कोविद सोइ रनधीरा। जो छल छाड़ि भजइ रघवीरा॥'

ইত্যাদি কয়েক পংক্তিতে প্রস্তুত রয়েছে যে, সেই কুলধর্ম পরায়ণ, নীতি-নিপুণ আর পরম চতুর, দক্ষ এবং সমস্ত গুণযুক্ত এবং বেদের সিদ্ধান্ত সেই উত্তম প্রকার জেনেছে, যার মন রামের চরণে অনুরক্ত ।

এতটার পরও, না জানি কেন লোকেরা, রামের উপাসনা করে না ? ব্যাস লোকেরা (কথা-বাচকেরা) দিন রাত কথা তো রামায়ণের কথা শুনাবে কিন্তু ভজনের সময় হনুমান চালীসা পড়বেন, সপ্তশতীর পাঠ করবেন। কম পক্ষে এই রামায়ণের নির্দেশানুসার তো ধ্যান দিয়ে আচরণ করা উচিত। আজ পর্যন্ত্য সত্যের আচরণ করতে পারেন নাই তো, এখন থেকে উত্তম প্রকারে জেনে নিন আর জনতাকে বুঝাবার চেষ্টা করুন। মানসের অন্তিম পংক্তি পর্যন্ত গোস্বামীজী আপনাদের কাছে এই আগ্রহ করছেন যে, অন্য কাকেও নয়-

'रामहि सुमिरिय गाइय रामहि। संतत सुनिय राम गुन ग्रामहि॥'

রামেরই নাম স্মরণ করুন, তাঁরই গুণ-গান করুন আর তাঁরই গুণ সমূহের শ্রবণ করুন।

सुन्दर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो।
सो एक राम अकाम हित निर्वानप्रद सम आन को॥

সুন্দর, গুণজ্ঞ, কৃপা নিধান আর অনাথে প্রতি স্নেহশীল (স্নেহপরায়ণ) একমাত্র রাম। এঁর সমান নিঃস্বার্থ হিতকারী আর নির্বাণ (মোক্ষ) প্রদানকারী অন্য কেহ কি আছেন ?

স্বয়ংসিদ্ধ এক ইষ্টের স্থানে অনেক ইষ্টকে স্বীকার করে আমরা সকলে ছড়িয়ে পড়েছি। শাশ্বত একমাত্র সর্বব্যাপ্ত পরম ঈশ্বর পরমাত্মা। এই জন্য সম্পূর্ণ বিশ্বের

ইষ্ট একমাত্র পরমাত্মা। আমাদের মধ্যে থেকে যে ব্যাক্তি সেই নশ্বরের পূজায় লিপ্ত আছেন, তিনি নাস্তিক। এই সকল অস্তিত্ববিহীন গণের পূজা করা আর করানো আর একে প্রোৎসাহন দেওয়া নাস্তিকতাকে পুষ্ট করা হবে। ব্রহ্মা থেকে নিয়ে যাবন্মাত্র পরিবর্তনশীল জগতের মধ্যে এক পরমতত্ত্ব পরমাত্মাই অবিনাশী অমৃতস্বরূপ। এইজন্য সেই-ই সমস্ত জগতের পুজ্য (ইষ্ট)। তাঁর আবশ্যকতা সমাজে সর্বদা রয়েছে আর সকলের রয়েছে। অতএব সব কিছু করেও যদি আমরা এক পরমাত্মায় শ্রদ্ধা, আর সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মার পরিচায়ক দু-আড়াই অক্ষরের নাম 'ওঁ' অথবা 'রাম' নামের সুমিরন (জপ) করি তবে আমরা আস্তিক, কেননা অস্তিত্বের পূজায় সংলগ্ন রয়েছি। সেই উপাসনার আরম্ভ, পরমাত্মায় শ্রদ্ধা আর তার নামের সহিত সংযুক্ত হওয়া। হ্যাঁ, তার প্রাপ্তি সদ্‌গুরু দ্বারাই সম্ভব, যেখানে এই ক্রিয়া অনুভবগম্য আর সুক্ষ্ম হয়ে যায়।

সৃষ্টিতে ভগবান একই, দুই হতে পারে না অনেকও হতে পারে না। সে কণায়-কণায় পরিব্যপ্ত। যদি দ্বিতীয় ভগবান থাকেন তো তাঁর জন্য অন্য সংসার চাই ব্যাপ্ত হওয়ার জন্য। সেই প্রভু থাকেন কোথায় ?

अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी॥

এইরূপ প্রভু সকলের হৃদয়ে বাস করেন। কিন্তু দেখা পাওয়া যায় না। এবার তাঁকে দেখবার বিধি বলছেন -

'नाम निरुपन नाम जतन ते। सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते॥'

প্রথমে নাম নিরূপণ করুন যে, নাম হচ্ছে কি প্রকার ? এর জপ করাই বা যাবে কি ভাবে ? শ্বাসে ওঠা ধূন, কেমন করে ধরা যায় ? তার প্রেরক কে? আর যখন বুঝবার ক্ষমতা এসে যায়, তবে তার জন্য প্রয়াস করুন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই পরমাত্মাকে জেনে (বিদিত করে) নিন। সে প্রকট হয়ে যাবে।

সেই পরমাত্মা এক ধাম আর তার ভিতর প্রবেশের মাধ্যম-সদ্‌গুরুই -

'गुरु राखई जो कोप विधाता। गुरु रुठे नहीं, कोउ जग त्राता॥'

যদি ভাগ্য খারাপই থাকে, ঘোর যাতনা তাতে লেখা থাকে, তবুও সদ্‌গুরু রক্ষা করতে পারেন আর যদি সদ্‌গুরুই উপলব্ধ নাই। তবে ভগবানের নামের কোন বস্তুর সহিত পরিচয় হতে পারে না। ভগবান সকলের হৃদয়াভ্যন্তরেই বাস করেন ।

কিন্তু সদগুরু না থাকলে তার সহিত পরিচয় সম্ভব নয়। এই প্রকার যে গুরু একমাত্র পরমাত্মার উপলব্ধির ক্রিয়া জানেন না, যাঁর সত্যে প্রবেশ নাই, যে সেই ক্রিয়াকে আমাদের হৃদয়স্থলে জাগাতে, অনুভব জাগ্রত করাতে সক্ষম নয়, সে সদ্গুরু নয়, কুলগুরু হতে পারে। যতক্ষণ সদ্গুরু পাওয়া যায়নি ততক্ষণ সেই এক পরমাত্মার পরিচায়ক দু-আড়াই অক্ষরের নাম আর এক পরমতত্ত্ব পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা যদি আপনার মধ্যে থাকে, তবে আপনার সুমিরন (স্মরণ), উপাসনা আর ইষ্ট ঠিক-ঠিকই হচ্ছে। এই শ্রদ্ধা, আপনার মনোভাবের এক পমাত্মায় কেন্দ্রীকরণ, এক স্থলের উপর স্থিতিকরণই আপনার পুণ্য আর পুরুষার্থের সৃষ্টি করবে। এর সাথেই সেই আত্মা জাগ্রত হয়ে, যেখানে সদ্গুরু রয়েছেন তাঁর দর্শন করিয়ে দেবে, আর যখনই সদ্গুরু প্রাপ্ত হয়ে যাবে তো যৌগিক ক্রিয়ার জাগৃতি আপনার হৃদয়াভ্যন্তরে হয়ে যাবে। অনুভব, সংকেত, ইষ্টের আদেশ আপনি পেতে থাকবেন, যে আত্মা প্রসুপ্ত ও তটস্থ রয়েছে, জাগ্রত হয়ে যাবে।

আজ বলা হয় যে, ঈশ্বর হৃদয়ে বাস করেন, কিন্তু চার ছয় মাস কোন এইরূপ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সেবা, তাঁর দ্বারা উপদেশিত একটু-আধটু সাধনা আপনার দ্বারা কার্যান্বিত হলে, তিনি জাগ্রত হয়ে যাবেন। আপনার সহিত কথা বার্তা শুরু করবেন, আপনার পথ প্রদর্শন করতে আরম্ভ করে দিবেন। সেই প্রভু আপনাকে চালাবেন। তাঁর নির্দেশে চলে সাধক তাঁকে প্রাপ্ত করে নেয় -

'ন অয়ম্ আত্মা প্রবচনেন লভ্য'

এই আত্মা না প্রবচনের দ্বারা প্রাপ্ত হয়, না বিশিষ্ট বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত হয়, না অনেক শুনে আর জেনে প্রাপ্ত হয় কিন্তু লক্ষ-লক্ষ ভাবুকগণের মধ্যে থেকে, যে কোন একজনকে সে বরণ করে নেয়, যার হৃদয় থেকে জাগ্রত হয়ে, আঙ্গুল ধরে চালাতে থাকে, সেইই তাঁর নির্দেশে চলে তাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়, আর আঙ্গুল তখনই ধরা যাবে, যখন একমাত্র পরমতত্ত্ব পরমাত্মায় শ্রদ্ধা হবে আর তত্ত্বদর্শী সদ্গুরু উপলব্ধ হবে। বিচার-বিমর্শ হেতু আপনার অমূল্য বিচারের সর্বদা স্বাগত জানানো হচ্ছে।

।। ওঁ ।।

শ্রী পরমাত্মনে নমঃ

- **যন্ত্র-মন্ত্র সব ভরম হ্যাঁয়, ভূত-প্রেত অরু দেব।**
  অড়গড় সাঁচে গুরু বিনা, ক্যাসে পাওয়ে ভেব।।

- **অড়গড় য়হী সংসার মে, বিষ ওউর অমৃত দোয় ।**
  মুরখ চাহত বিষয় বিষ, ভক্ত সাধাময় হোয় ।।

- **ব্রহ্মচর্য ঃ** মন থেকে বিষয়-আসয় চিন্তা না করে এক পরমাত্মাব প্রতি নিরন্তর চিন্তা করাটাই ব্রহ্মচর্যের আচরণ, এর থেকে শুধুমাত্র জননেন্দ্রিয়ই নয় - সব ইন্দ্রিয়কেই সংযত রাখা সহজ।

- **ভজন সাধনার নির্দিষ্ট বিধি ঃ** এক পরমাত্মায় শ্রদ্ধা তথা পরমতত্ব পরমাত্মার পরিচায়ক কোনও দুই - আড়াই অক্ষর-এর নাম ওঁ বা রাম -এর জপ তথা কোনও আত্মদর্শি, তাত্বিক মহাপুরুষ (সদ্‌গুরু)-র সান্নিধ্য, সেবা এবং জপ - থেকে ভজন শুরু হয়।

- **সদ্‌গুরু ঃ** যিনি সংসার সাগর থেকে পার করবার হেতু শেতু স্বরূপ বিদ্যমান। যিনি সমস্ত বিধানের উৎস স্থল। যিনি সমস্ত পুন্য কর্মের করণ-কারন আছেন। অতএব এমন কল্যানকারী শিব স্বরূপ সদ্‌গুরুর সব সময় স্মরণ করা উচিত।

- সংসারে সবথেকে বড়ো হিতৈষি বা দয়ালু যদি কেউ থেকে থাকেন তো উনি শুধু তত্বদর্শি (সদ্‌গুরু) ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। পূর্ণ সমর্পিত থাকলে উনার শরনে থাকা ভক্তের সংসারের যে কোনও বিপদ তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

- **ধর্ম ঃ** ধর্মিয় আবেগের জোয়ার ভাটা ত্যাগ করে শুধু মাত্র আমার শরণাপন্ন হও অর্থাৎ এক ভগবানের প্রতি নিষ্ঠা রাখাটাই পূর্ণ সমর্পণ যা ধর্মের মূল। ঐ প্রভূ কে প্রাপ্তির জন্য যারা অনবরত বিধি-র আচরণ দ্বারা ধর্মাচরণ করেন, সে যদি অতি পাপীও হয় অতি শীঘ্রই সে ধর্মাত্মা হয় যাবে।

- বিধাতা আর ওখান থেকে উৎপন্ন সৃষ্টি নশ্বর হলো ব্রহ্মা আর ওখান থেকে তৈরী হয়ছে সৃষ্টি, দেবতা আর দানব, দুঃখের যে সাগর তা ক্ষণিকের জন্য এবং নশ্বর।

- **অনুভব গুরু কী বাত হ্যাঁয়, হৃদয় বসে দিন রাত।**
  পলক - পলক অরু সাঁস মেঁ বিপুল ভেদ দর্শাত ।।

- গীতা অনুসারে পুনর্জন্ম-এর কারণ হলো পাপ, পরমাত্মাকে প্রতি মুহূর্ত বিধি (কর্ম) আচরণ-এর মধ্যে দিয়ে স্মরণ করে পুন্য লাভ করছে। তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষ (সদ্গুরু)-র প্রতি শ্রদ্ধা ঐ পরমাত্মাকে অনুসরন করার এক মাধ্যম আছে।

- **গুরু কে ?** যিনি শুধু হিত উপদেশ দেন।

- **মানব শরীরের সার্থকতা ঃ** সুখ ক্ষণিকের জন্য, কিন্তু তুমি যে দূর্লভ মানব শরীরপেয়েছো, তোমার উচিৎ আমার ভজন করা। অর্থাৎ ভজন করার অধিকারপৃথিবীর প্রতি মানবের আছে।

- **ঈশ্বরের নিবাসস্থল ঃ** উনি সর্ব সমর্থ পরমাত্মা সবসময়ের জন্য মানবের হৃদয়ে বাসকরছেন। সম্পূর্ণ ভাবের মধ্যে দিয়ে উনার শরণে যাবার বিধান আছে। যারজন্যশ্বাশত ধাম, সবসময় বিরাজমান শান্তির প্রাপ্তি ঘটে।

- **বিপ্র এক স্থিতি ঃ** ক্রিয়াত্মক রাস্তায় চলে ব্রহ্মার প্রতি অনুভূতি প্রাপ্ত করেছেন যিনিতিনি হলেন ব্রাহ্মণ (বিপ্র)। ঐ ক্রিয়া হলো - শুধুমাত্র পরমাত্মার প্রতি নিষ্ঠা।

- **ভগবানের পথে বীজ-এর বিনাশ হয় নাক্স ঃ** এমন আচরণ যে আত্মদর্শনের ক্রিয়ার মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর মতো মহান ভয় থেকে উদ্ধার করে।

- যা একমাত্র সদ্গগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা আর একমাত্র পরমাত্মার নাম, ওঁ অথবা রাম-এর নাম জপ করা এমনক্রিয়া যা না জানলেও ক্রিয়াশীল।

- সব কথা সবাই জানে, পয়সা দিয়ে বেদান্ত বিক্রী হয় - যোগ সাধনা লেখা হয় না - কনো মহানুভব মহা পুরুষের দ্বারা কনো অধিকারী সাধকের মনে জেগে ওঠে।

- তিনটে কালে সত্যের অভাব নেই আর অসত্য বস্তুর কনো অস্তিত্ব নেই। আত্মাই তিনটে কালে সত্য-শ্বাশত-সনাতন।এটার প্রতি শ্রদ্ধাই - ধর্মের মূল।

- সদ্গুরুর মতো প্রেমীক, হিতৈষি, দয়ালু জগতে কেউ দ্বিতীয় ব্যক্তি হতে পারে না। প্রভূর অহেতুক দয়া থেকেই সদ্গুরুর দর্শন প্রাপ্ত হয়।

- গুরুর উপদেশে কলিযুগের কুটনৈতিকতার কনো স্থান নেই। আদেশ কখনো কম-বেশী হয় না অন্যথা এটা কালের কুটিল চাল হবে।

- **ঈশ্বর কে দেখা যায় ঃ** অনন্য ভক্তির দ্বারা আমি দর্শন, জ্ঞান তথা প্রবেশ সহজেকরতে পারি।

- বিশ্বে প্রচলিত সমস্ত বিচারের আদি উৎস স্থল হলো ভারত, এর সমস্ত আধ্যাত্মিক আর আত্মস্থিতি দেবার সমস্ত শোধন-এর সাধনা ক্রমশঃ গীতায় স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা আছে যাতে ঈশ্বর এক, পাওয়ার পদ্ধতি এক তথা পরিণাম এক........যার ফলস্বরূপ প্রভূব দর্শন, ভগবতস্বরূপ প্রাপ্তি আর কালেব অতীতঅন্যন্ত জীবন।

- গীতার এক ঈশ্বরবাদ বিভিন্ন ভাষায় মুসা, ঈসা তথা অনেক সন্ত মহাপুরুষ বিশ্বে প্রচার করেছেন। ভাষান্তর হবার জন্য ভিন্নতার পরিচায়ক হলেও সিদ্ধান্ত কিন্তু গীতারই। অতএব গীতাই মানব মাত্রের একমাত্র ধর্মশাস্ত্র।

- শ্রীকৃষ্ণের মতো মহাপুরুষরাই কর্মের মাধ্যম, নাকি শুধু বই । বই তো কেবল এক মাধ্যম আছে, কিছুর মাধ্যমে কেউ রোগমুক্ত হতে পারে না যদি না তা প্রয়োগ করা যায়।

- গীতার অনুসারে একজনই প্রাপ্ত করবার মতো দেবতা আছেন, আত্মাই সত্য আছে। শুধু আত্মা ব্যতিত কিছুই শ্বাশত নয়। মহান যোগী অর্জুনকে বললেন, ‘অর্জুন ! ওম্, অক্ষয় পরমাত্মার এক নাম জপ করো আর আমায় স্মরণ করো।’ একটাই কর্ম - গীতায় বর্ণিত পরমদেব - এক পরমাত্মার সেবা। উনাকে শ্রদ্ধার সহিতনিজ হৃদয়ে ধারণ কর।

- ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাজার হাজার বছর পর পরবর্তি যে সব মহাপুরুষরা এক ঈশ্বরকেই সত্য বলেছেন, তারা গীতারই বার্তা প্রচার করেছেন। ঈশ্বরের থেকেই লৌকিক, পরলৌকিক, সুখের কামনা, ঈশ্বরকে ভয় পাওয়া, অন্য কেউ যারা ঈশ্বরকে মানেন না, এসবই মহাপুরুষরা বলেছেন, কিন্তু ঈশ্বরের সাধনা, ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো সমস্ত পরমপদ প্রাপ্ত করা কেবল গীতাতেই সুরক্ষিত আছে।

- দেখুন গীতা ভাষ্য “**যথার্থ গীতা**”

আমাদের প্রকাশন
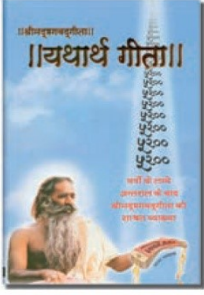
যথার্থ গীতা

'যথার্থ গীতা'-য় শ্রীকৃষ্ণের বাণীর সারমর্মকে উত্তমরূপে সঠিকভাবে বোঝানো হয়ছে। এটা এক কালজয়ী কীর্তি।

২৮ টি ভাষাতে -

জীবনাদর্শ এবং আত্মানুভূতি

পূজনীয় গুরু পরমহংস স্বামী শ্রীপরমানন্দজী মহারাজ-এর জীবন বৃত্তান্ত, উনার অনুভূতি ও উপদেশগুলোকে সংকলন করা হয়ছে। সাধকদের জন্য এই গ্রন্থ খুবই উপযোগী।

৪ টি ভাষাতে -

শঙ্কা সমাধান

সমাজে প্রচলিত সমস্তপ্রকার কু-রীতি, কুসংস্কার, আড়ম্বর এবং অন্ধবিশ্বাসের চিহ্নিতকরন এবং তার সমাধার করেছেন।

৫ টি ভাষাতে -

উপাসনা কার ক'রব ?

মানুষ গরু, পিপুল গাছ, দেব-দেবী ও ভুত-ভবানীর পূজা, ধর্মের নামে করছেন। এই বইতে এই সব ভ্রান্তিগুলোকে দূর করে পরিষ্কার করে বোঝানো হয়ছে যে সনাতন ধর্ম কি ? দেবতা কে ? উপাসনা কার ক'রব ? কেমনভাবে ক'রব ?

৬ টি ভাষাতে -

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেন নড়ে এবং কি বলে ?

মানব শরীরের বিভিন্ন অংগে যে স্পন্দন হয় তার কারণ এবং তার সংকেতগুলোকে বিশ্লেষন করা হয়ছে যা সাধনায় খুবই উপযোগী।

৪ টি ভাষাতে -
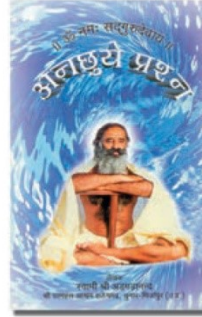
অস্পর্শ প্রশ্ন

বর্ণ, মুর্তিপূজা, ধ্যান, জেদ চক্র-ভেদ এবং যোগ-এর মতো বিষয়কে স্পষ্ট করে বিভ্রান্ত সমাজকে পথ প্রদর্শন করা হয়ছে।

৩ টি ভাষাতে -
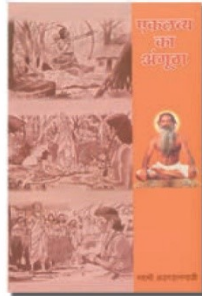
একলব্যের বুড়ো আঙ্গুল

শিক্ষাগুরু এবং সত্গুরুর মধ্যে যে পার্থক্য তা বলা হয়ছে। শিক্ষক জীবনশৈলী ও জড়শৈলীর বিভিন্ন ফলিত বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন এবং জ্ঞানের উন্মেষ ঘটান। সত্গুরু জীবনের সমৃদ্ধির সাথে সাথে পরমশ্রেয়কে অন্তরাত্মায় জাগ্রত করেন এবং ঐ পরমপদের প্রাপ্তি ঘটান যাতে মনুষ্য আবাগমন থেকে মুক্ত হয় যেতে পারেন।

৩ টি ভাষায় -

ষোডশোপচার পূজন পদ্ধতি

এই বইতে বলা হয়ছে যে এক পরমাত্মায় শ্রদ্ধা স্থির রেখে ঐ পরমত্মার চিন্তন শেখানোটাই হলো কর্মকান্ড।

৩ টি ভাষায় -

আমাদের প্রকাশন
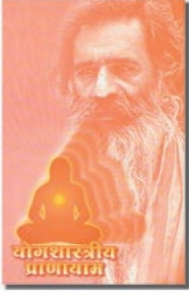
যোগশাস্ত্রীয় প্রাণায়ম

যোশাস্ত্রীয় প্রাণায়ম বলতে আপনি বলেছেন যে, যম-নিয়ম-আসন-এর সাধনা করতেই শ্বাস-প্রশ্বাস-এর শান্ত প্রবাহমানতাই প্রাণায়াম। আলাদা করে প্রাণায়াম-এর কোনও ক্রিয়া নেই। এটি যোগ চিন্তন-এর একটি অবস্থা। এরই সমাধান এই পুস্তকে করা হয়ছে

৩ টি ভাষায় -

বারহমাসী

আমাদের পুজ্য গুরু শ্রীপরমানন্দজী মহারাজ দ্বারা আকাশবাণী থেকে প্রাপ্ত ভজন (ঈশ্বরীয় গায়ন) বারহমাসীর সংকলন এবং এর ব্যাক্ষা করা হয়ছে। এরমধ্যে প্রবেশিকা থেকে নিয়ে পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত লক্ষের দিকে এগিয়ে যাবার পথপ্রদর্শন করা হয়ছে।

হিন্দী ভাষাতে -
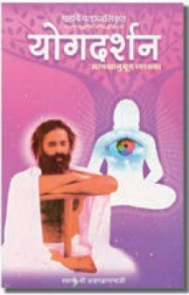
যোদর্শন-প্রত্যক্ষানুভুত ব্যখ্যা

মহর্ষি পতঞ্জলীকৃত এই পুস্তকে বর্ণনা আছে যে যোগ হলো প্রত্যক্ষ দর্শন এটা লেখা বা বলা যায় না। ক্রীয়ার মাধ্যমেই সাধক বুঝতে পারেন যে যা কিছুই মহর্ষি লিখেছেন তার বাস্তবিকতা কি আছে। সাধনাপোযগি পুস্তক এটা।

৩ টি ভাষাতে -

গ্লোরিস অফ্ যোগ
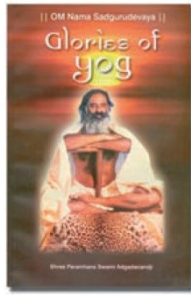
জেদ, চক্র, ভেদ আর যোগ প্রাণায়াম, ধ্যান-এর পূর্ণ পরিচয়।

ইংরাজী ভাষায়।
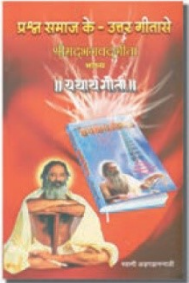
প্রশ্ন সমাজের

উত্তর গীতা থেকে

এই পুস্তক সামাজিক, আধাত্মিক এবং ধার্মিক যে কোনও বিষয়ে প্রশ্ন থাকুক না কেন, তার গীতার আলোকেই সমাধান করা হয়ছে।

হিন্দী ভাষায় -
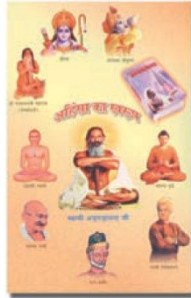
অহিংসার স্বরূপ

অহিংসা এক বিতর্কিত শব্দ - মুলতঃ এটা যোগ - আন্তরিক সাধনার প্রতিভু স্বরূপ। এই পুস্তকে আমরা পাবো যে আমাদের পুর্বপরুষগণ অহিংসাকে কিভাবে গ্রহণ করেছেন।

৪ টি ভাষায় -

ধঙ্কঃ৩ অডিও সিডিজ্ এবং অডিও কেসেট্স -

৬ টি ভাষায়

শ্রী স্বামীজির মুখানিসৃত অমৃত বাণির সংকলন ভল্যুম ১ থেকে ৬০ অবধি।

হিন্দী ভাষায়